ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 December 2022 ■ আগরতলা ২৫ ডিসেম্বর, ২০২২ ইং ■ ৯ পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিপিএম ও কংগ্রেস আশ্রয়হীন, বিজেপি ছাড়া তিপ্রা মথার কোন পথ খোলা নেই ঃ বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। খুব শীঘ্রই ত্রিপুরায় রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে চলেছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই ইঙ্গিত দিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির কর্মক্ষমতা আগামী ৭ থেকে ৮ দিনের মধ্যে নির্ধারিত হবে।

এদিকে তিনি আজ তিপরা মথার সাথে বিজেপির গাঁট বাধার বিষয়টিও সরাসরি উড়িয়ে দেননি। তাঁর মতে, বিজেপি-কে বাদ দিয়ে একা তিপরা মথার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। কারণ, কংগ্রেস ও সিপিএম নিজেরাই আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে। ফলে, বিজেপির উপরই জনজাতিরা ভরসা রাখবেন।

তিনি বলেন, ২০১৮ সালে ত্রিপুরার মানুষ মুক্তির জন্য লড়াই করেছেন। আগামী বিধানসভা

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

নির্বাচনে ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করতে হবে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার উন্নয়নের প্রশ্নে রাজ্যবাসীর বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, ভবিষ্যতের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করে বিজেপি কাজ চালিয়েছে।

তাঁর কথায়, কাজ করার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি, ভাল-খারাপ থাকবেই। কার্যকর্তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হবেই। ত্রিপুরার ভবিষ্যত সুরক্ষিত করার জন্য বিজেপি-কে আবারও সুযোগ দিতে হবে। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে ছাড়া ত্রিপুরার উন্নয়ন সম্ভব নয়।

তিনি জানান, নির্বাচনের সংগ্রামে আগামীকাল থেকেই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের আগে মানুষ যেভাবে তাঁকে দেখেছেন কাল থেকে আবারও সেই পুরনো রূপে তাঁকে দেখবেন। তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস, ত্রিপুরায় পুণরায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

তিনি বলেন, খুব শীঘ্রই ত্রিপুরায় রাজনীতির নতুন সমীকরণ দেখা যাবে। আগামী ৭ থেকে ৮ দিনের মধ্যে তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির কর্মক্ষমতা নির্ধারিত হবে। কারণ, তিপরা মথার জোটের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ বড়দিন মরিয়মনগরে হবে জনপ্লাবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। আগামীকাল ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন। প্রভূ যীশুর শুভ আবির্ভাব দিবস। এই উপলক্ষে গোটা বিশ্বে খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীরা গির্জায় বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করেন। আগরতলায় মরিয়মনগর চার্চে এই উপলক্ষে দুইদিনের মেলার আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার রাত বারোটায় শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যে সাজিয়ে তোলা হয়েছে গির্জা। রাজ্যের অন্যান্য জায়গাতেও বড়দিন উপলক্ষে গির্জাগুলিতে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

চড়িলামে বাইক দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত তিন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ ডিসেম্বর।। শনিবার চড়িলাম জাতীয় সড়কের পরিমল চৌমুহনী এলাকায় বাইক ও পণ্যবাহী লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর ভাবে আহত হয় তিনজন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় শনিবার বিকাল তিনটায় বিশালগড় থেকে টিআর ০১ এবি ১৮৫৭ নাম্বারের একটি পণ্যবাহী লরি বিশ্রামগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। অপরদিকে বিশ্রামগঞ্জ থেকে টিআর ০৭ সি ৫১৬২ নাম্বারের একটি বাইক চড়িলামের দিকে আসছিল।পরিমল চৌমুহনী এলাকায় আসতে বাইক ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়, এতে বাইকে থাকা তিন যুবক জাতীয় সড়কের উপর ছিটকে পড়ে যায়। দূর্ঘটনার বিকট শব্দে এলাকাবাসী ছুটে আসে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বিশ্রামগঞ্জ অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় ও কল্যাণপুরে দুই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর/আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। শনিবার সাত সকালে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে কল্যাণপুর থানাধীন লক্ষীনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জলাইছড়া এলাকাতে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ সকাল আনুমানিক নয়টা নাগাদ কল্যানপুর থানায় খবর আসে যে লক্ষীনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জলাইছরা এলাকার সাঁওতাল বস্তি সন্নিহিত এলাকাতে প্রায় ৬০ ঊর্ধ এক ব্যক্তির দেহ পড়ে রয়েছে। এই সংবাদ শোনার পর কল্যাণপুর থেকে পুলিশ এবং অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে পড়ে থাকা ব্যক্তিকে উদ্ধার করে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত ব্যক্তির নাম লক্ষ্মীচরণ উড়াং,পিতা মৃত লালু উরাং। এই মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে গোটা এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঋষ্যমুখে বিজেপি ও মথার সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুইদলের অনেকেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। ফের উত্তপ্ত ঋষ্যমুখ বিধানসভাকে কেন্দ্রের মতাই চম্পকনগরের করাইল্লা বাড়ি এলাকায়। বিজেপি ও তিপ্রা মথার সংঘর্ষে আহত অনেকেই।

রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে পারদ চড়ছে। বিজেপি এবং তিপ্রা মথার সংঘর্ষের ঘটনাকে নিয়ে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের সুরও চড়িয়ে ধিক্কার মিছিল সভা করা হয়।

জানা যায়, শুক্রবার রাতে ঋষ্যমুখ বিধানসভাকে কেন্দ্রের মতাই চম্পক নগরের করাইল্লা বাড়ি এলাকায় তিপ্রা মথা ও শাসক বিজেপি দলের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বিরাজ করছে। তিপ্রা মথা দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ দলীয় কর্মসূচি সেরে বাড়িতে যাওয়ার পথে নাকি তিপ্রা মথা কর্মীদের ওপর হামলা চালায় শাসক দল বিজেপির কর্মীরা। এই হামলার ফলে আহত হয় সুবল ত্রিপুরা, সম্রাট ত্রিপুরা, সুরেশ ত্রিপুরা নামে তিপ্রা মথার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৭৪ ▫ ২৫ ডিসেম্বর ২০২২ ইং ▫ ৯ পৌষ ▫ রবিবার ▫ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

আজ বড়দিন , প্রভু যীশুর জন্মদিন

খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক প্রভু যীশুর জন্মদিন গোটা বিশ্বেই শান্তি সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা বইয়ে নিয়ে আসে। ২৪ ডিসেম্বর মধ্য রাত থেকেই শুরু হয় প্রভু যীশুর জন্ম দিবস পালনের নানা অনুষ্ঠান। এটি মূলত খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও বিভিন্ন জাতির ধর্ম বর্ণের মানুষজন এই অনুষ্ঠানে সমানভাবে অংশগ্রহণ করেন। সম্মিলিত প্রয়াসে খ্রিস্টমাস ডে বা বড়দিন গোটা বিশ্বেই আনন্দ উল্লাসে পালিত হইয়া থাকে। আমাদের রাজ্য ত্রিপুরাতেও খ্রিস্টমাস ডে"কে কেন্দ্র করে আনন্দ উল্লাসের অন্ত নাই। বিভিন্ন গির্জায় গির্জায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। রাজধানীর আগরতলা শহরের দোকানপাট সহ বিভিন্ন বাড়ি করেও খ্রিস্টমাস ডে উপলক্ষে আলোকমালায় সাজাইয়া তোলা হইয়াছে। ভারত বর্ষ প্রকৃতপক্ষে এই যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র খ্রিস্টমাস ডে পালনের মধ্য দিয়ে তাহার অন্যতম বার্তা বইছে।

নানা জাতির মানুষের মিলনক্ষেত্র হইল ভারতবর্ষ। এখানে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হয়। খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রিস্ট ২৫ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। সেই দিনটিকে স্মরণ করিয়াই পালিত হয় বড়দিন উৎসব। আজ থেকে প্রায় দু"হাজার বছর আগে জেরুজালেমের এক আস্তাবলে যীশুখ্রিস্টের জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম যোশেফ এবং মাতার নাম মেরী। খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের কাছে যীশুখ্রিস্ট হইলেন ধর্মীয় গুরু। তাঁহার জন্মদিবস পালনের উৎসবকে বলে 'এক্সমাস ডে' আনন্দের উৎসব। পুরো ডিসেম্বর মাস জুড়িয়া চলে এই উৎসবের প্রস্তুতি। পৃথিবীকে পাপমুক্ত করিতে আবির্ভাব ঘটিয়াছিল যীশুর। এই দিনে গির্জায় গির্জায় ভক্তেরা যীশুর বন্দনায় মত্ত হয়। পাপমুক্ত জীবনের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। চারিদিক আলয়ে ঝলমলিয়ে ওঠে। নতুন পোশাকে সজ্জিত হইয়া ওঠে সকলে। সুন্দর সুন্দর উপহার দেয় একে অপরকে। 'এক্সমাস ডে'-র আর একটা আকর্ষণীয় দিক হইল 'কেক'। আত্মীয়-বন্ধুরা কেক বিতরণ করে এবং একে অপরকে শুভেচ্ছা জানায়। এইভাবেই বড়দিনের উৎসব খুশি ও আনন্দে ভরিয়া ওঠে। শুধু খ্রিস্টানরা নয়, সব ধর্মের মানুষরাই এই আনন্দ উৎসবে অংশগ্রহণ করে।

কোভিডের ভয় তো কাটেইনি, উল্টে করোনা ভয় আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। তবু কি বছর শেষের বড়দিনের উৎসবটা ম্যাড়ম্যাড়ে করিয়া কাটানো যায়? মোটেই তাহা নয়। একদিকে যেমন মানিয়া চলিতে হইবে স্বাস্থ্যবিধি, নিজের এবং কাছের মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টা জোর দিয়া ভাবিতে হইবে, তেমনই বড়দিনটাকেও করিয়া তুলিতে হইবে সুন্দর।

বাবা বিশ্বনাথের দরবারে প্রার্থনা করলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবগৌড়া

বারাণসী, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): শনিবার দুপুরে কাশীপুরাধিপতির দরবারে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবগৌড়া। পরিবারের সাথে তিনি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে নিয়ম অনুসারে পূজা করেন। এর আগে শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি বাবা বিশ্বনাথের দরবারেও গিয়েছিলেন।

এই সময় তিনি সপ্ত ঋষি আরতি দেখেন। আরতি শেষে তিনি সপরিবারে বাবা শ্রী কাশী বিশ্বনাথের পূজা করেন এবং পরিবার ও দেশের সুখ-শান্তি কামনা করেন। শ্রী কাশী বিশ্বনাথের কাছে প্রার্থনা করার পরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীও মাতা বিশালাক্ষীর দরবারে যান। তিনি মায়ের কাছ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। মন্দিরের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাহী কর্তা নিখিলেশ কুমার মিশ্র প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সহ পরিবারের সকল সদস্যদের অঙ্গ বস্ত্র, রুদ্রাক্ষের মালা এবং প্রসাদ প্রদান করেন।

এর আগে শুক্রবার সন্ধ্যায় দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গা আরতিতেও অংশ নেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। দশাশ্বমেধ ঘাটে পরিবারের সঙ্গে গঙ্গা আরতি প্রত্যক্ষ করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। হুইলচেয়ারে করে ঘাটে আসেন। এখানে আড়াই ঘণ্টা বসে ভক্তিভরে গঙ্গা আরতি দেখতেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দেখা করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): শনিবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় ছবির সঙ্গে বৈঠকের তথ্য দিয়েছে এবং জানিয়েছে যে এটি একটি সৌজন্য সাক্ষাৎ।

হিঙ্গলগঞ্জে শুভেন্দু অধিকারীর সভা বাতিল

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : হিঙ্গলগঞ্জে শুভেন্দু অধিকারীর সভা বাতিল হয়ে গেল। শনিবার সেখানে সংকল্প সভা হওয়ার কথা ছিল। সূত্রের খবর, যে মাঠে সভা করার কথা ছিল, সেই মাঠের মালিক সভার অনুমতি দেননি। তার জেরেই সভার অনুমতি দিল না পুলিশ। এ ব্যাপারে বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য কটাক্ষ করে প্রচারমাধ্যমে জানিয়েছেন, "বিরোধী দলনেতাকে সভা করতে দেওয়া হবে না। হিঙ্গলগঞ্জে শুভেন্দুকে সভা করতে দেওয়া হচ্ছে না, সেই জায়গাতেই স্কুলে শিক্ষক নেই। হিঙ্গলগঞ্জের আইসিডিএস কর্মীদের বাড়িতে রাতে চড়াও হচ্ছে তৃণমূল। মানুষের ক্ষোভকে তৃণমূল প্রশমিত করতে দখলদারির রাজনীতি করছে। আসলে মালিককে বাধ্য করা হয়েছে"।

গত মাসের "মন কি বাত"-এর উপর ভিত্তি করে পুস্তিকা শেয়ার করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী "মন কি বাত" এর নভেম্বরের পর্বের উপর ভিত্তি করে একটি পুস্তিকা শেয়ার করেছেন, যা ভারতের জি-২০ প্রেসিডেন্সি, মহাকাশে অব্যাহত অগ্রগতি, বাদ্যযন্ত্রের রফতানি বৃদ্ধি এবং অন্যান্য বিষয়গুলিকে কভার করে।

প্রধানমন্ত্রী টুইট করেছেন, "এই ই-বুকটি একবার দেখুন, যাতে গত মাসের মন কি বাত-এ ভারতের জি-২০ প্রেসিডেন্সি, মহাকাশে আমাদের অব্যাহত অগ্রগতি, বাদ্যযন্ত্রের রফতানি বৃদ্ধি এবং আরও অনেক কিছুর মত বিষয়ের উপর আকর্ষণীয় করেছে।

জলপাইগুড়িতে ৫০ লক্ষ টাকার বার্মা টিক কাঠ উদ্ধার

জলপাইগুড়ি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : জলপাইগুড়িতে পাচারের আগে লরি বোঝাই টায়ারের আড়াল থেকে উদ্ধার ৫০ লক্ষ টাকার বার্মা টিক। শনিবার সকালে বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগের কর্মীরা মূল্যবান এই কাঠ উদ্ধার করেছে। আটক দুই পাচারকারী। এই নিয়ে গত ৬ মাসে প্রায় ২৩ কোটি টাকার বার্মা টিক উদ্ধার।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার ভোর রাতে টিম নিয়ে অভিযানে নামেন বেলাকোবা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত। অভিযান চালান ৩১ নং জাতীয় সড়কের ফুল বাড়ি এলাকায়। নির্দিষ্ট নম্বরের গাড়ি এলে দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালাতেই বেড়িয়ে আসে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার বার্মা টিক। আটক দুই পাচারকারী। এরা প্রত্যেকে বিহারের বাসিন্দা। বনদফতর সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক জেরায় আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন গৌহাটি থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এই বিপুল পরিমান কাঠ। ধৃতদের রবিবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

মানবপ্রেমিক যিশু, ভালোবাসার দূত

ড. সুরঞ্জন মিদ্দে

বড়দিন। ভালোবাসার দিন বড়দিন। দু হাজার বছর আগে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন এক মহামানব। তিনি অনেক বড়, সকলের বড়। তাই তার জন্মদিন হয়ে গেছে বড়দিন। সেই মহামানব ঈশ্বরের মত ছিলেন বড়। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। তিনি পৃথিবীর মানুষকে বড় হয়ে ওঠার ভালোবাসার মন্ত্র দিয়েছেন। কিন্তু তিনি অত্যাচারিত তাদেরই একজন হিসাবে প্রকাশিত করলেন। তিনি যিশু। তার জন্ম হয়েছিল এক প্রামে। দরিদ্র ছুতোর মিস্তির দোকানে শ্রমিক ছিলেন। পড়াশুনা করার কোনও সুযোগ পায়নি। তিনি কোন গ্রন্থ লেখেননি। কোন ডিগ্রির ধার ধারেননি। অথচ তাকে নিয়ে আজকের পৃথিবীতে আলোচনার মধ্যমণি। অনেক সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হয়েছে, অথচ সেই সাধারণ মানুষটি আজও মানুষের অন্তরে আলোর শিখার মতো প্রজ্জ্বলিত। বড়দিন সেই মানবপুত্রের পূণ্য জন্মতিথি। বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে' বাঙালি কবির এই বাণী, যিশুর শিক্ষার মধ্যে বার বার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। যিনি সবার বড় তিনি নিজেকে ছোট করলেন। যিশু সারা জীবন ধরে বোঝালেন নেতা হতে গেলে আগে নর হও। সেবা করতে হবে আর্ত মানুষের। যিশু নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করলেন, যে বড় সেই ছোট হতে পারে। তিনি তার প্রত্যেক শিষ্যের পা যতু করে ধুয়ে মুছে দিলেন। সবাই আশ্চর্য হয়ে নির্বাক। যিশু বললেন, 'আমি তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে' কে বড়? ধনী না গরিব। আস্তিক না নাস্তিক। দাতা না কৃপণ। সেই বড় যে সীমাহীন। ঝরণা থেকে জলধারা যেমন হয়ত্ত অবশেষে মহাসমুদ্রে গিয়ে মেশে। অনেক বাধা-বিঘ্ন, আর সংগ্রামের জীবনযুদ্ধে অম্লান থেকে যায়, সেই শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে ওঠে। যিশু সেই আত্মত্যাগের মাধ্যমে বড় হয়ে উঠেছেন। দৈহিক শক্তিতে নয়, অর্থের ক্ষমতায় নয়, প্রতিভার ঐশ্বর্যেও নয়। বড় হওয়া যায় শুধু ভালোবাসায় যিশু সেই ভালোবাসার দেবতা। যিশু সেই নিঃস্বার্থ ভালোবাসার কাঙাল। শুধু প্রতিবেশীকে ভালোবাসলে হবে না। শত্রু যে তোমার নিরন্তর ক্ষতি করছে, তাকেও ভালোবাসতে হবে। বন্ধুকে সবাই ভালোবাসে। শত্রুকে কি কখনও ভালোবেসেছো? যিশু ভালোবাসার এই নব দিগন্তের দিশারি। সর্বশক্তিমান ধনী-দরিদ্র, পাপী-তাপী, সবাইকে বেঁচে থাকার জন্য আলো দেন। বোতাস দেন বিনিময়ে কিছু ফিরে পাবার জন্য ধার ধারনে না। তেমনি ভালোবেসে শুধু উজাড় করে দিয়ে যেতে হয়। তবে একদিন এক অনাবিষ্কৃত বড় সম্পদ পাওয়া হয়ে ওঠে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, 'যেদিন সত্যের নামে ত্যাগ করেছি, যেদিন অকৃত্রিম প্রেমে মানুষকে ভাই বলতে পেরেছি, সেদিনই পিতার পুত্র, যিশু আমাদের জীবনে জন্মগ্রহণ করেছেন। সেই দিন বড়দিন।' কিন্তু

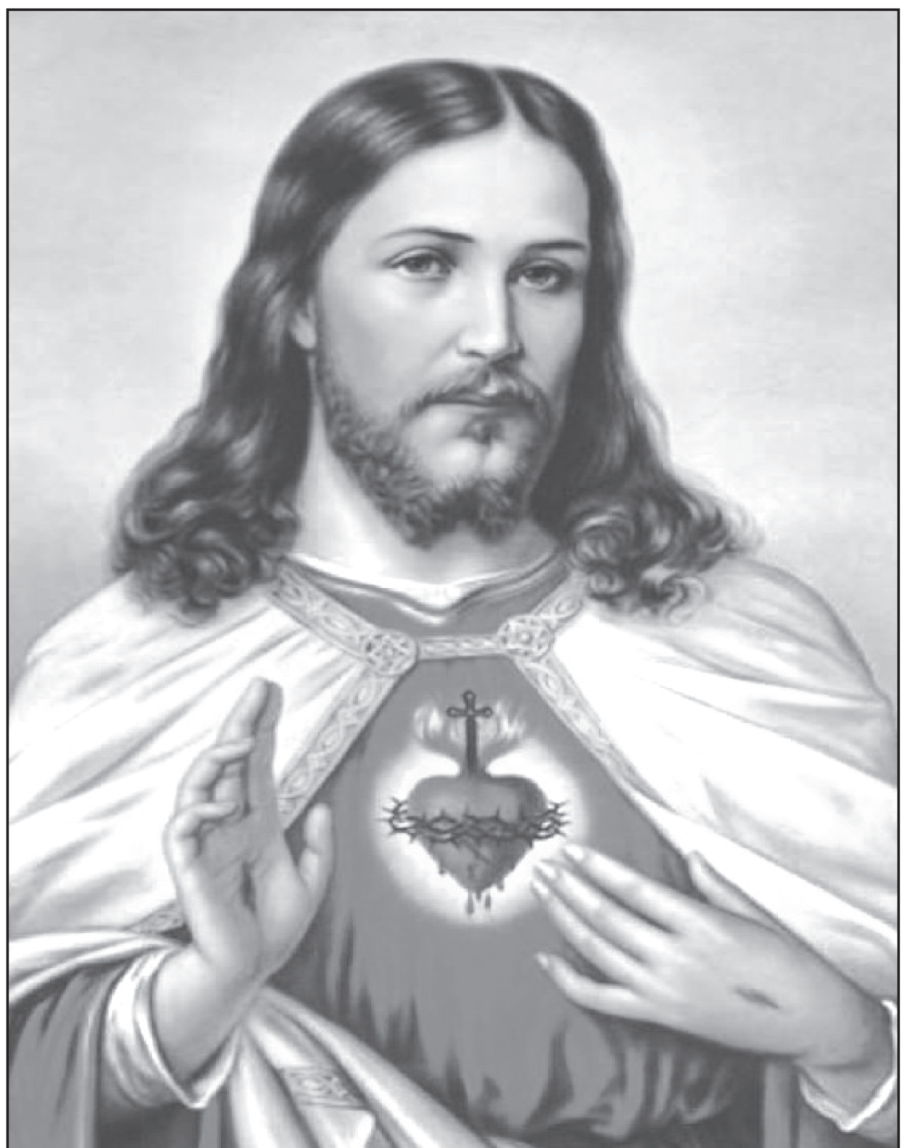

আমাদের জীবনে তাঁর জন্মদিন দৈবাৎ আসে, ক্রুশে বিদ্ধ তাঁর মৃত্যু সে তো আসে দিনের পর দিন। আজও তিনি মানুষের ইতিহাসে প্রতি মুহূর্তে ক্রুশে বিদ্ধ হচ্ছেন। যিশুর অন্য আর এক নাম ইম্মানুয়েল। তার মানে আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর। ২৫ শে ডিসেম্বর এই নামকে সার্থিক করে তোলে। বিশ্ব কবির ভাবনায় মিলে যায়- '

তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে
আমার নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে।'

প্রেমের রাজা যিশু স্বর্ণ পৃথিবীর মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে দিয়ে মানুষে-মানুষে সেতুবন্ধনের প্রতীক হয়েছেন। ভারতের ঋষিদের স্রোত্রের মধ্যে নিহিত ছিল আমাকে অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে, আলোয় এবং মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ কর। যিশুর মধ্যে সেই প্রার্থনার প্রতিরূপ ফুটে উঠেছেত্ত "আমিই জ্যোতি, আমিই পথ, সত্য ও জীবন।" এই সত্য আর আলোর পথেই পৃথিবীর মুক্তি। মানব শক্তির পূর্ণ কাশ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তির মধ্যেই তা সম্ভব। সমাজ মুক্তির আন্দোলনে মহামানব যিশুর বাণী আজও প্রাসঙ্গিক। রোমান তুলে যিশু ছিলেন বিপ্লবী যিশু। অস্ত্রহীন, ক্ষমতাহীন সৈন্যহীন এক শান্ত অথচ দৃঢ় প্রবল ব্যক্তিত্ব। রোমান শাসক হত্যা করেছিল যিশুকে। যিশুর রক্ত ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশেত্ত বিশ্বময়, জাগিয়ে তুলেছিল প্রতিবাদ। শেষ পর্যন্ত বর্বর শক্তির বিরুদ্ধে সহন শক্তির জয় হল। ধ্বংস হল রোমান সাম্রাজ্য। জেরুযালেম মন্দিরে প্রবেশ করে তিনি। তারপর তিনি বলে উঠলেন- শৃগালেরও থাকার গর্ত আছে, পাখিরও বাসা মাথা রাখার একটু জায়গা নেই। যিশুই প্রথম সাম্যবাদী একথা স্বীকার করে নিয়েছেন সোভিয়েত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট মিখাইল গরবাচক। সশস্ত্র সংঘর্ষের মাধ্যমে ঐশ রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করে তিনি রুগ্নদের নীরোগ আর ক্ষতস্থানকে সারিয়ে তোলার কাজে ছিলেন অবিচলিত। হিংসাকে সঙানে বর্জন আর শত্রুকে ক্ষমা সেটা তার দুর্বলতার লক্ষণ নয়। এটা হচ্ছে যিশুর সার্বভৌম শক্তির মহত্তম প্রকাশ। সাধারণ মানুষের দুঃখ-যাতনাকে বাড়িয়ে না করেছেন। তাই মানব সংস্কৃতির ইতিহাসে মাত্র কর্মজীবনেই যিশুখ্রিস্ট, শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী বিপ্লবী হয়ে উঠেছিলেন। এক বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিপ্লবী যিশু শেষ পর্যন্ত নতুন ইস্রায়েল গঠনের পথটি বেছে নিয়েছিলেন। যিশুর নিত্য ছিল দরিদ্র, অত্যাচারিত ও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ। তার বন্ধু ছিল মাছধরা জেলে, সুদখোর আর বারবণিতা। উপেক্ষিত আর অচ্ছ্যুৎ মানুষের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। এমনকি তাদের সঙ্গে একাসনে বসে খাওয়া-দাওয়াও করেছেল। এক অসীম সাহসে সমস্ত ভ্রাষ্টাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তিনি চেয়েছিলেন শোষণহীন সমাজ। তিনি পুঁজিবাদকে মেনে নেননি রিও অইরললেন, তোমরা পৃথিবীতে সম্পদ সঞ্চয় কোর না। কারণ এখানে পোকায় আর মরচে নষ্ট করে। এখানে চোরও চুরি করে। তোমরা বরং স্বর্গলোকে সম্পদ সঞ্চয় কর। এক ধনী যুবক যিশুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে এলে, তিনি মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে এস। ধন্য যারা দীন দরিদ্র, তারা ঈশ্বরের দর্শন পাবে' যিশুর এই বাণী সম্পদ পিপাসা দূর করার জন্য বলেছেন। সম্পদ আছে অথচ সম্পদ পিপাসা নেই-এমন নিঃস্বার্থ মানুষই পৃথিবীর মঙ্গল করতে পারে। বিশ্বের মানবজাতির মুক্তির জন্য রাজনীতিবিদ না হয়ে যিশু প্রবক্তা হয়েছেন। এক বিষলব প্রবা হিসাবে সারা বিশ্বকে জয় করেছেন। ফরিসিরা একদিন জনতার সামনে যিশুকে প্রশ্ন করেছিল--সম্রাট সিজারকে কর দেওয়া উচিত কিনা, প্রশ্নকারীদের হাতে একটি রৌপ্যমুদ্রা ছিল। তাতে রোম-সেম্রাটের প্রতিমূর্তি অহিত ছিল। যিশু সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ধীরভাবে বললেন- সিজারের মূর্তি অঙ্কিত মুদ্রা সিজারের-ওটা রাজাকেই দেবে- আর যা কিছু ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দেবে। আসলে যিশুর মহত্ব আর বুদ্ধির প্রখরতা তাদের ধারণার অতীত ছিল। বিরোধীরা সেদিন সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেছিলেন। মূলত হয়েছে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, 'সাম্যাবতার যিশুখ্রিস্ট। তিনি বলিয়াছেন, সকল মনুষ্যই ঈশ্বরের সমক্ষে তুলা। বরং যে পীড়িত, দুঃখী সেই ঈশ্বরের অধিক প্রিয়। এই মহাবাক্যে বড় মানুষের গর্ব খর্ব হইল। ... এই বাক্যের ন্যায় মহৎ বাক্য ভূমণ্ডলে আর কখনও উক্ত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। এই বাক্য সাম্যতত্ত্বের মূল। যাজকেরা এক নারীকে পাথর ছুঁড়ে মারছিল। যিশু তাদের প্রতিরোধ করে বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে জীবনে যে কখনও অন্যায় করেনি সেই প্রথম পাথর ছুড়ুক। সেদিন সবাই একে একে চলে গিরেছিল। অনুতপ্ত মেয়েটি সেদিন আন্তর দিয়ে অনুভব করেছিল ভালোবাসার স্পর্শ। ভালোবাসার অহংকার মানুষকে কাছে টানে। লিখলেন, আজ পরিতাপ করবার দিন, আনন্দ করবার নয়। আজ আমাদের উদ্ধত মাথা ধুলায় নত হোক, চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে যাক। নিজেকে নম্র করবার দিন। প্রকৃত আনন্দ আছে আত্মত্যাগের জীবনব্রতে। অপরের জীবনে আনন্দ দান করে সত্যিকারের আনন্দ অনুভব করা যায়। আসলে প্রকৃত বড়দিন নিজেকে ছেট করার দিন। বড়দিন শুধু নিছক আনন্দ উৎসব নয়, আত্মসমীক্ষার দিনও। মানব মুক্তির দিন হিসাবে বড়দিন সরবার্থ সার্থক।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বড়দিনের বাহারী কেক

বিশেষ প্রতিবেদন।। সময়ের নিয়মে শেষ হতে চলেছে আরও একটা বছর। পুরনো বছরকে ফেলে নতুনকে স্বাগত জানানোর সময় আসছে। আর এরই মধ্যে হাজির ২৫ ডিসেম্বর—বড়দিন। বড়দিনের সার্বজনীনতা আজ আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আর তাই খ্রিস্ট জন্মমাসের এই সময়টিতে আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ। আর বড়দিন মানেই কেক-পেস্ট্রির রমরমা। দেদার খাওয়া আর স্ট্রবেরি, লেমন, চকোলেট ফ্লেভারের অফুরন্ত স্বাদ নেওয়া। আর সেজন্যই কলকাতার বেশ কিছু বাছাই করা দোকানের হরেক রকমের কেক-পেস্ট্রির সন্ধান। কলকতা এবং বড়দিনের কেক- এই দুটি শব্দ একসঙ্গে উঠলে প্রথমেই মনের পরদায় ভেসে ওঠে নাহুমস এর নাম। সত্যিই সেই কোন প্রাক্তন কাল থেকে নাহুমস এর কেক ছাড়া বড়দিন যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এখানে গিয়ে জানা গেল ক্রিসমাসে সবচেয়ে বেশি চাহিদা থাকে রিচ ফ্রুট কেকের। এছাড়াও থাকে বেশি ওজনের স্পেশ্যাল ফ্রুট কেক, আমন্ডাইসিং ফ্রুট কেক, মিনস পাই ইত্যাদির চাহিদা। এছাড়াও থাকছে অন্যান্য নিয়মিত আইটেম, যেমন- লেমন স্পঞ্জ পেস্ট্রি রাম বল, আমন্ড আইসিং প্লাম কেক, স্ট্রবেরি ও ভ্যানিলা কেক, চকোলেট ও স্ট্রবেরি ফ্লেভারের ওয়ালনাট কেক, হানি লাইট প্লাম কেক প্লেন হার্ট কেক, ব্রাউন, ব্ল্যাকফরেস্ট এগলেস চকোলেট কেক, পাইনাপেল স্ট্রবেরি আমন্ড ও কোকোনাট রোল, ক্রিম রোল ইত্যাদি। এছাড়াও স্বাদবদলের জন্য থাকছে জ্যাম টার্ট চিজ, কেক, আমন্ড পেস্ট্রি, ড্রাই পেস্ট্রি চকোলেট জ্যাপ ওপরে চকো টিপ দেওয়া স্ট্রবেরি কেক কিংবা ভ্যানিলা পেস্ট্রির ওপর পাইনাপেল স্লাইস ইত্যাদি নাহুমসের রেগুলার আইটেমের চাহিদা ও প্রচুর থাকে এসময়ে। সঙ্গে নাহুমসে থাকতে স্যান্ডুইচ, গার্লিক, জার্মান, মিল্ক ও ফ্রেঞ্চ ব্রেড। নিউমার্কেটের আর এক ঐতিহ্যশালী দোকান ইম্পিরিয়াল এ গিয়ে জানা গেল ক্রিসমাসে এদের সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় ড্রাইফুটস, জিঞ্জার চিপস, চকোলেট সহযোগে তৈরি রিচ ফ্রুট কেকে'র। এছাড়াও এরা রাখেন লাইট ফ্রুট কেক, বানানা কেক ওয়ালনাট ও ডান্ডি কেক। ডান্ডি কেক ব্যাপারটা শুনে জিভে জল না এসে আর উপায় থাকে না, কীরকম? ফ্রুট কেক এর ওপর ডেকোরেশন করা হয় আমন্ড দিয়ে, আর কাটলেই ভিতরে ডার্ক চকোলেট আর প্রচুর ড্রাই ফুটস। এদের অন্যান্য আইটেমের মধ্যে থাকছে ট্র্যাডিশনাল ফ্রুট কেক, মাফিনস, বিভিন্ন ফ্লেভারের ক্রিম রোল,চকোলেট ব্রাউনি-ওপরে ডিজাইন করে চকোলেট, ভ্যানিলা, স্ট্রবেরি পেস্ট্রি, জ্যাম টার্ট, কাক কেক, স্লাইস কেক, মার্বেল কেক এবং কেক টোস্ট শুকিয়ে সেঁকে টোস্টের আকার দেওয়া।

বড়দিনের সাবেকিয়ানার কথা হবে, আর পার্ক স্ট্রিটের ফ্লুরিজ বাদ থাকবে, তেমনটা হতে পারে না। এখানে এসে অবশ্য খানিক ভিন্ন সুর শোনা গেল— ক্রিসমাসে সব ধরনের কেকের চাহিদাই কম-বেশি থাকে। যেমন-প্লাম কেক, রিচ প্লাম কেক, প্লাম কেক উইথ আমন্ড আইসড ফ্রুট কেক ইত্যাদি। এছাড়া বিক্রি হয় সান্টা ক্লস, পরির আদলে তৈরি মার্জিপ্যান ফিগারস, যার ওপরে থাকে আমন্ড পেস্ট। তাছাড়া নিয়মিত আইটেমগুলি একবার চোখ দেখসে তো কথাই নেই। সিম্পলি ওয়াও! দেখা যাক এবার সেদিকে- থাকছে ব্লু বেরি দেওয়া চিজ কেক স্লাইস ড্রাই ফ্রুট কেক, বিটার চকোলেট তৈরি ট্রিপল চকোলেট হার্ড আইসিং, চকোলেট ও অ্যাপ্রিকট জ্যাম সহযোগে তৈরি ডার্কার ট্রাফেল,

রামবল সিলিন্ড্রিকাল আকারের স্পঞ্জের মতো কিসমিস, চেরি দেওয়া বাবা কেক, কিসমিস ও স্পঞ্জে তৈরি সুলতানা স্পাইস, ভ্যানিলা, ক্রিম ও আমন্ড বাদামে তৈরি আমন্ড কেক, ওয়ালনাট টার্ট, আমন্ড, চিজ টার্ট ইত্যাদি। এছাড়া ওপরে চকোলেট ডিজাইনের সাধারণ ভ্যানিলা, স্ট্রবেরি কেক তো থাকছেই। এদের ক্লাসিক্যাল আইটেমের মধ্যে আছে অশ্ব খুরাকৃতি শেপের হর্সাশু আমন্ড রিং ইত্যাদি। এছাড়া এগলেস চকোলেট ট্রাফেল, ক্যাপুচিনো ও অন্যান্য কেক অর্ডারে বানানো হয়। আর পাবেন লেমন টার্ট চকো রোল, চকো সিল ওয়ানা। তবে একবার পারলে এদের নাট ব্রাউনি খাবেন। গরম করে খেলে চকোলেট গলে বেরিয়ে আসবে, আর তাতে যদি এক স্কুল ভ্যানিলা আইসক্রিম পড়ে, তো জেম ক্ষীর। এছাড়া পুরনো দিনের লোকেরা লাক্সার, টোস্কা বেশি পছন্দ করেন কিনতে। তবে একসময় এদের বিখ্যাত আইটেম অ্যাপেল স্ট্রুজল, অ্যাপেল পাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আজ বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া পাবেন, গার্লিক, মশালা ও স্টোলেন ব্রেড। কেকের দুনিয়ায় সাবেকিয়ানার সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে ক্যাথলিন। এরা বললেন, ক্রিসমাসে ফ্রুট কেকের পাশাপাশি উপহার দিতে বিভিন্ন ডিজাইনের বার্থ ডে কেকের ভালো চাহিদা থাকে। চকো ফ্লেক ব্ল্যাক ফরেস্ট, লেমন হার্ট, চকো কাপস চকো ওয়েজ চকো নাগেট বাটারস্কচ, ফ্রুট কাপ স্পঞ্জের মতো চকো সুইস রোল, ট্রাফেস বোটস বাটার মাফিন আমন্ড কিউব রাম, বল, ব্রাউন ইত্যাদি আইটেমগুলিতে অভিনবত্ব যেমন আছে, তেমনি সুস্বাদু। ফ্রেশ ক্রিম আইটেম আছে পাইনাপেল, ব্ল্যাকফরেস্ট, স্ট্রবেরি, পেস্ট্রি। আর আছে চকো স্কট স্কোয়ার, হার্ট শেপের পাইনাপেল, পেস্তা বড় ইত্যাদি এক থেকে দেড় পাউন্ডের বার্থ ডে কেক। ক্রিসমাসে এদের স্পেশ্যাল হানি প্রিমিয়াম কেক মিক্সিং এ ময়দা, মাখন, চিনির সঙ্গে দেওয়া হয় মধু, সঙ্গে কিউবা, পিচ, চেরি ইত্যাদি। এগলেস ফ্রুট কেক পেতে গেলে আগে অর্ডার দিতে হবে। ক্রিসমাস স্পেশ্যাল অন্যান্য আইটেম থাকছে রিচ প্লাম আমন্ড আইসড কেক, ডান্ডি কেক। এছাড়া ব্রেড সেকশনে থাকবে মিল্ক, ব্রাউন, গার্লিক, মশালা চিজ ব্রেড এবং ক্রোকোডাইল ব্রেড। কেকের ভ্যারাইটি যদি দেখতেই চান, তবে অন্তত একবার পা রাখতে হবে মনজিনিস-এ। এদের ওয়ালনাট কেকের বিশেষত্ব হল খেজুর পেস্ট করে কেকে মেশায় কেকের রং বেশি ব্রাউন দেখানোর জন্য। ফ্রুট কেক, চকো ব্রাউনি চকো ডিলাইট চেরি ক্রিম সহযোগে ওপরে চকোলেট গ্রেটের ব্ল্যাকফরেস্ট, চকোলেট ওয়েজ চকো ট্রাফেল চকো বল উপরে বাদাম দেওয়া বাটারস্কচ পেস্ট্রি, ইত্যাদি এদের রেগুলার আইটেম। এছাড়া হার্ট শেপের স্ট্রবেরি, ভ্যানিলা, অরেঞ্জ, পেস্তা ফ্লেভারের বড় কেক বা ফটো কেক এগলেস ফ্রুট কেকও উল্লেখের দাবি রাখে। এছাড়াও ডার্ক চকোলেট তৈরির পিরামিডের আকারের চকো পিরামিড নাগেট স্লাইস গ্যানাচে পেস্ট্রি, মিক্সড ফ্রুট ম্যুজি, এতে থাকে কিউবি, পিচ, প্লাস, চেরি, আঙুর ইত্যাদি মনজিনিসের হরেক কিসিমের কেকের কথা বলে শেষ হওয়ার নয়।

কেকস এর পেস্ট্রির মধ্যে থাকছে ডার্ক চকোলেটের এগলেস চকো পেস্ট্রি, চকো কাপ কেক, ট্র্যায়েঙ্গল স্পেশ্যাল পেস্ট্রি উপরে আইসিং সুগার দেওয়া, জ্যাম রিং কুকিজের ওপর জ্যাম ও আইসিং , ম্যাকরোন টার্ট, চিপ কেক, লেমন টার্ট, চকো স্লাইস ইত্যাদি। আর থাকছে এগলেস ট্রাফেল স্পেশ্যাল, ওপরে আঙুর, চেরি, কাঠের চৌকো স্লাইস দিয়ে মনকড়া ডিজাইন করা। ক্যারামেল ও নাট দিয়ে তৈরি চকো এক্সেল কেক, ব্রেডের ওপর লেমন ফ্লেভারের লেমন সুইস রোল, ব্রেড, চকোলেট ও ফ্রেশ ক্রিম সহযোগে তৈরি স্পেশ্যাল এক্লেয়ার্স পেস্ট্রি। ব্রেড সেকশনে থাকছে মিল্ক, মশালা, টম্যাটো, গার্লিক ব্রেড। তাছাড়া এরাও জানালেন ক্রিসমাস মানেই ফ্রুটকেকের রমরমা। ক্রিমাসে আসছে স্পেশ্যাল ফ্রুট কেক। এছাড়াও এদের পাইনাপেল স্লাইস পেস্ট্রি একবার মুখে দিয়ে দেখতে ভুলবেন না। এটা কেকস এর অংশ। অনিভনবত্ব ও স্বাদে কেকের দুনিয়ার আলাদা জায়গা করে নিয়েছে আপার ক্রাস্ট। পেস্ট্রিতে চকোলেটের ভ্যারাইটি এখানে এলে মালুম পাওয়া যায়। ক্রিসমাস ও উৎসবের মরশুমেও থাকছে সেই একই ট্রেন্ড। ডিম ছাড়াও ডিম সহযোগে ক্রেতার চাহিদা মেনে দু'ভাবেই পাওয়া যাচ্ছে চকো ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির ১১৯তম শুভ আর্বিভাব উপলক্ষ্যে শনিবার আগরতলায় বনমালীপুরস্থিত শ্রী শ্রী মহানামঅঙ্গনে আয়োজিত শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা সহ অন্যান্যেরা।

দৈনিক সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১; ভারতে কোভিডে মৃত্যু মাত্র একজনের, সক্রিয় রোগী কমে ৩,৩৯৭

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ২০০-র গণ্ডি পেরিয়ে গেল, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২০১ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে মাত্র একজনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় একজনের মৃত্যুর পর শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫,৩০,৬৯১ জনের।

দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৩৮০ থেকে কমে ৩ হাজার ৩৯৭-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। এখনও পর্যন্ত ভরতে মোট করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৪৬,৭৬,৮৭৯ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৪২,৭৯১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ।

এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১ লক্ষ ০৫ হাজার ০৪৪ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২২০.০৪-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,০৪, ০৪,৯৪৫। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৩ ডিসেম্বর সারা দিনে ভারতে ১,৩৬,৩১৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। পরীক্ষিত ১,৩৬,৩১৫ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২০১ জন।

দিল্লিতে প্রবেশ করল ভারত জোড়ো যাত্রা, আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মেতে উঠল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): দেশের বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে এবার রাজধানীতে এসে পৌঁছল কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। শনিবার ভোরে হরিয়ানার ফরিদাবাদের এনএইচপিসি মেট্রো স্টেশন থেকে শুরু হয় কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। প্রবল শীতকে উপেক্ষা করেই রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে পদযাত্রায় পা মেলান কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা। ফরিদাবাদ থেকেই দিল্লিতে প্রবেশ করে ভারত জোড়ো যাত্রা। সেই সময় উপস্থিত ছিলেন হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডা, জয়রাম রমেশ, অধীর রঞ্জন চৌধুরী-সহ অনেক শীর্ষ কংগ্রেস নেতৃত্ব। দেখতে দেখতে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা প্রবেশ করল দিল্লিতে। এদিন সকালে নতুন করে উৎসাহ ও উদ্দীপনায় দিল্লিতে এগিয়ে চলে রাহুলের নেতৃত্বে ভারত জোড়ো যাত্রা। এদিন সকালে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'কেউ কেউ ঘৃণা ছড়ালেও, দেশের সাধারণ মানুষ এখন ভালোবাসার কথা বলছেন। প্রতিটি রাজ্যে লক্ষাধিক মানুষ এই যাত্রায় যোগ দিয়েছেন। আমি আরএসএস-বিজেপির মানুষজনকে বলতে চাই, আমরা আপনাদের ঘৃণার বাজারে ভালোবাসার দোকান খুলতে এসেছি।" এদিকে, কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা দিল্লিতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির কিছু অংশে ট্র্যাফিক প্রভাবিত হয়েছে।

দাপট নেই উত্তুরে হাওয়ার, শীতের আমেজ উধাও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তুরে হাওয়ার দাপট একটু কমেছে কলকাতায়, ফলে শীতও সামান্য কমেছে। কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে শনিবার সকালে শীতের শিরশিরানি সেভাবে মালুম হয়নি। তবে, গ্রাম বাংলায় এদিন সকালের দিকে শীত অনুভূত হয়েছে। যদিও, বড়দিনে শীত আরও কমতে পারে বলেই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। শনিবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শুক্রবার যা ছিল ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহবিদরা জানিয়েছেন, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাপমাত্রা আরও বাড়বে। আকাশে আরও বাড়বে কুয়াশার পরিমাণ। আগামী চার দিনে তাপমাত্রা দু'ডিগ্রি থেকে চার ডিগ্রি বাড়তে পারে। ফলে বড়দিন থেকে নতুন বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পারদ থাকবে ঊর্ধ্বমুখী। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গের তাপমাত্রায় হেরফের আসতে পারে বলেও আবহবিদরা জানিয়েছেন। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর বঙ্গোপসাগরে আবার তৈরি হচ্ছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। আর তার জেরেই উত্তুরে হাওয়া পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে বাধা পাচ্ছে। ঘূর্ণাবর্তের কারণে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়ছে। আর সেই জন্য তাপমাত্রাও বাড়বে।

ভারতকে একত্রিত ও ঘৃণা পরিহারে বিশ্বাসী মানুষজন ভারত জোড়ো যাত্রায় স্বাগতম : জয়রাম রমেশ

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারত জোড়ো যাত্রায় যে কেউ যোগ দিতে পারেন, তা সে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করিও হতে পারেন অথবা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই মন্তব্য করলেন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি ইনচার্জ কমিউনিকেশনস জয়রাম রমেশ। তিনি বলেছেন, ভারতকে একত্রিত ও ঘৃণা পরিহারে বিশ্বাসী মানুষজন ভারত জোড়ো যাত্রায় সুস্বাগতম। হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে শনিবার সকালেই দিল্লিতে প্রবেশ করেছে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। এদিন পদযাত্রায় হাঁটতে হাঁটতেই জয়রাম রমেশ বলেছেন, 'যে কেউ ভারত জোড়ো যাত্রায় যোগ দিতে পারেন, সবাইকে স্বাগত জানাই। তা সে নীতিন গড়করি হোক অথবা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং অথবা প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডুজি। ভারতকে একত্রিত ও ঘৃণা পরিহারে বিশ্বাসী মানুষজন ভারত জোড়ো যাত্রায় স্বাগতম। ভারত জোড়ো যাত্রায় এদিন কোভিড মেনে চলতে দেখা যায়। দিল্লিতে ভারত জোড়ো যাত্রা প্রবেশের আগে ফরিদাবাদে জয়রাম রমেশ বলেছেন, 'আমি মাস্ক পরব। প্রধানমন্ত্রী সংসদে মাস্ক পরেছিলেন, কিন্তু পরে তাঁর মুখে কোনও মাস্ক ছিল না। আমরা সরকার কর্তৃক জারি করা সমস্ত প্রোটোকল অনুসরণ করব। বিজেপি কোভিড নিয়ে রাজনীতি করছে এবং ভারত জোড়ো যাত্রাকে বদনাম করার চেষ্টা করছে।'

তৃতীয় নোটিশে সাড়া দিলেন চৈতালি, কম্বল-কাণ্ডে অবশেষে পুলিশের মুখোমুখি জিতেন্দ্রর স্ত্রী

আসানসোল, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): পুলিশের তৃতীয় নোটিশে সাড়া দিলেন আসানসোলের বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির স্ত্রী চৈতালি। আসানসোলে কম্বল বিতরণের অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় শনিবার পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছেন বিজেপি কাউন্সিলর চৈতালি তিওয়ারি। শনিবার সকালে তাঁর আবাসনে যায় পুলিশের একটি দল। সেখানে তাঁকে বেশ কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে বলে খবর। এর আগে দু'বার আসানসোলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জিতেন্দ্র তিওয়ারির স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়ে নোটিশ পাঠিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু তাঁর তরফে কোনও সাড়া মেলেনি। এর পর শুক্রবার আবার চৈতালির বাড়িতে যায় পুলিশ। তাঁদের কারও দেখা না পেয়ে বাড়ির দরজায় নোটিশ সাঁটিয়ে দিয়ে যায় পুলিশ। সেই নোটিশে সারা দিয়ে শনিবার পুলিশের মুখোমুখি হয়েছেন চৈতালি। উল্লেখ্য, গত ১৪ ডিসেম্বর শিবচর্চা ও কম্বল বিতরণের অনুষ্ঠান করা হয়েছিল আসানসোলে। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ।

ঘৃণার বাজারে ভালোবাসার দোকান খোলাই উদ্দেশ্য : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে দিল্লিতে প্রবেশ করেছে 'ভারত জোড়ো যাত্রা'। আর এই যাত্রার মূল উদ্দেশ্য কী, দিল্লি পৌঁছে দলীয় নেতা-কর্মীদের সে কথা জানালেন রাহুল। তিনি জানান, ঘৃণার বাজারে ভালোবাসার দোকান খোলাই তাঁর উদ্দেশ্য। রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'কেউ কেউ ঘৃণা ছড়ালেও, দেশের সাধারণ মানুষ এখন ভালোবাসার কথা বলছেন। প্রতিটি রাজ্যে লক্ষাধিক মানুষ এই যাত্রায় যোগ দিয়েছেন। আমি আরএসএস-বিজেপির মানুষজনকে বলতে চাই, আমরা আপনাদের ঘৃণার বাজারে ভালোবাসার দোকান খুলতে এসেছি।"

পঞ্জাবের ফরিদাবাদ হয়ে দিল্লি প্রবেশ করেছে 'ভারত জোড়ো যাত্রা'। পুরো দলকে নিয়ে রাহুল বদরপুর সীমান্তে পৌঁছতেই দিল্লির কংগ্রেসের সর্বেসর্বা অনিল চৌধুরি এবং দলীয় কর্মীরা রাহুল, দলের অন্যান্য নেতা এবং পদযাত্রীদের স্বাগত জানান। রাহুলের সঙ্গে ছিলেন হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিংহ হুডা, কুমারী সেলজা এবং রণদীপ সুরজেওয়ালা। রাহুল গান্ধী এদিন বলেছেন, 'ভারত জোড়ো যাত্রা বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, ভয় ও ঘৃণার বিরুদ্ধে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত নীতিই ভয় ছড়ানোর জন্য। তাঁরা চায় কৃষক, শ্রমিক ও যুবকদের মনে ভীতি থাকুক।' রাহুল বলেছেন, 'হিন্দু-মুসলিম-শিখ-খ্রিস্টান সব ধর্মের মানুষ একসঙ্গে হাঁটছেন এই যাত্রায়। ধনী-গরিব, কৃষক, শ্রমিক সবাই ছুটছে। এই যাত্রার ভিতরে একটা ভারত আছে।'

বিহারে ইটভাটার চিমনিতে বিস্ফোরণে মৃত্যু বেড়ে ৯; আহত ৮ জন, শোকপ্রকাশ মোদী ও নীতীশের

পাটনা, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): ইটভাটার চিমনি ফেটে ৯ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বিহারের পূর্ব চম্পারণ জেলায়। এই ঘটনায় গুরুতর জখমের সংখ্যা অন্তত ৮। তাঁদের অনেকের অবস্থাই 'গুরুতর' বলে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে। ফলে মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আহত ৮ জন রাক্সাউলের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতে রামগারওয়া থানার অন্তর্গত নরিরগীর অঞ্চলের ওই ইটভাটায় কাজ চলাকালীন হঠাৎই দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। বিস্ফোরণের সময় চিমনির কাছে বেশ কয়েক জন শ্রমিক ছিলেন। তাঁরাই দুর্ঘটনার শিকার হন। স্থানীয় গ্রামবাসীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধারের কাজ শুরু করেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। রাতেই পুলিশ এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছন। আনা হয় অ্যাম্বুল্যান্স এবং দমকলের গাড়ি। আহতদের স্থানীয় ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভর্তি করানো হয়। ইটভাটার চিমনি ফেটে ৯ জন শ্রমিকের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। শোকপ্রকাশ করেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও। শনিবার সকালে টুইট করে নীতীশ জানিয়েছেন, ইটভাটার চিমনি ফেটে শ্রমিকদের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

তামিলনাড়ুর থেনিতে ৪০ ফুট গভীর গর্তে পড়ল গাড়ি, প্রাণ হারালেন ৮ জন পুণ্যার্থী

থেনি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): তামিলনাড়ুর থেনি জেলায় ৪০ ফুট গভীর গর্তে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৮ জন পুণ্যার্থীর, এছাড়াও দু"জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৯ বছরের একটি বালকও রয়েছে। শুক্রবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে থেনি জেলার কুমুলি পর্বত গিরিপথে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ৪০ ফুট গভীর গর্তে পড়ে যায় গাড়িটি।

শবরীমালা মন্দির দর্শনের পর শুক্রবার রাতে বাড়ি ফিরছিলেন ১০ জন আয়াপ্পা ভক্ত, তাঁদের বাড়ি আনদিপাট্টির কাছে সাম্মুগাসুন্দরপুরম গ্রামে। কুমুলি মাউন্টেন রোডে ইরাইচালপালমের কাছে ছিলেন তাঁরা। জেলাশাসক কে ভি মুরলীধরণ জানিয়েছেন, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৪০ ফুট গভীর গর্তে পড়ে যায় গাড়িটি। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৮ জনের, দু"জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যেই রাশিয়ার বৃদ্ধাশ্রমে আগুন, সাইবেরিয়ায় পুড়ে মৃত্যু ২০ জনের

মস্কো, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যেই রাশিয়ায় একটি বৃদ্ধাশ্রমে ভয়াবহ আগুন লাগায় পুড়ে মারা গিয়েছেন ২০ জন। শুক্রবার মধ্যরাতে সাইবেরিয়ার কেমেরোভো শহরে এই ঘটনাটি ঘটে। আগুন লাগার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান দমকলকর্মীরা। কাগজে কলমে ওই বৃদ্ধাশ্রমগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয়।

দমকল কর্মীরা জানিয়েছেন, আগুন এমন ভাবে ছড়িয়েছে যে, আবাসনের দ্বিতীয় তলা পুরোটাই পুড়ে গিয়েছে। দমকলকর্মীরা আগুন নিভিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। কী ভাবে ওই আবাসনে আগুন লাগল, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। দমকল সূত্রের খবর, রাশিয়ায় বয়স্কদের জন্য এমন বহু আবাসন খুলে রাখা রয়েছে, যার কোনও উপযুক্ত নথিপত্র নেই। শীত থেকে বাঁচতে কেউ আগুন ধরিয়েছিলেন কি-না সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দিল্লিতে পৌঁছতেই আরও উজ্জীবিত ভারত জোড়ো যাত্রা, অংশ নিলেন সোনিয়া ও প্রিয়াঙ্কা

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লি পৌঁছনোর পর আরও উজ্জীবিত হয়ে উঠল কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। শনিবার ভারত জোড়ো যাত্রায় অংশ নিয়েছেন ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী ও কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভডরাও। মা সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে অনেকটা সময় মনের কথা বলেছেন রাহুল গান্ধী। এদিন রাহুল গান্ধীর মুখে মাস্ক দেখা না গেলেও, সোনিয়ার মুখে মাস্ক ছিল।

দেশের বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে এবার রাজধানীতে এসে পৌঁছেছে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। শনিবার ভোরে হরিয়ানার ফরিদাবাদের এনএইচপিসি মেট্রো স্টেশন থেকে শুরু হয় কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। প্রবল শীতকে উপেক্ষা করেই রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে পদযাত্রায় পা মেলান কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা। ফরিদাবাদ থেকেই দিল্লিতে প্রবেশ করে ভারত জোড়ো যাত্রা।

এদিকে, ভারত জোড়ো যাত্রায় কংগ্রেস কোভিড প্রোটোকল মানছে না বলে ফের অভিযোগ করল বিজেপি। শনিবার বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, 'চিন, কোরিয়া এবং জাপানে কোভিড সংক্রমণ বাড়ছে, কিন্তু কংগ্রেস শুধুমাত্র একটি পরিবারকে নিয়ে চিন্তিত। কোভিড প্রোটোকল অনুসরণ করার সময় এসেছে। আমি রাহুল গান্ধীর কাছে জানতে চাই, হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সংস্পর্শে আসার পর তিনি অথবা অন্য কোনও নেতা কী পরীক্ষা করিয়েছিলেন, নিভৃতবাসে ছিলেন ?

তুষারঝড়ে জনজীবন বিপর্যস্ত আমেরিকায়; বাতিল অসংখ্য বিমান, বিদ্যুৎ বিভ্রাটে ভোগান্তি চরমে

ওয়াশিংটন, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে আমেরিকার স্বাভাবিক জনজীবন। তুষারঝড়ের কারণে আমেরিকার প্রায় ১৫ লক্ষ বাড়িতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা গিয়েছিল শুক্রবার। বেশ কয়েকটি এলাকায় পরে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হলেও এখনও আমেরিকার অনেক বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ। শুক্রবার সন্ধ্যার পর থেকে কার্যত অন্ধকারে ডুবে রয়েছে আমেরিকার একাংশ। তুষারঝড়ের জেরে বাতিল হয়েছে কয়েক হাজার বিমান।

উত্তর ও দক্ষিণ ডাকোটা, ওকলাহোমা, আইওয়া-সহ আরও বেশ কয়েকটি এলাকার প্রশাসনের তরফে সাধারণ মানুষকে ঘর থেকে না বেরোনোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তুষারঝড়ের পাশাপাশি আমেরিকার মানুষ হাড়কাঁপানো ঠান্ডা বাতাসের কারণে জবুথবু। এতই ঠান্ডা পড়েছে যে, কোথাও কোথাও তাপমাত্রা নেমেছে মাইনাস ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ক্রিসমাস এবার কেমন কাটবে তা নিয়ে চিন্তায় বহু মানুষ।

তুষারঝড়ে জনজীবন বিপর্যস্ত আমেরিকায়; বাতিল অসংখ্য বিমান, বিদ্যুৎ বিভ্রাটে ভোগান্তি চরমে

ওয়াশিংটন, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে আমেরিকার স্বাভাবিক জনজীবন। তুষারঝড়ের কারণে আমেরিকার প্রায় ১৫ লক্ষ বাড়িতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা গিয়েছিল শুক্রবার। বেশ কয়েকটি এলাকায় পরে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হলেও এখনও আমেরিকার অনেক বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ। শুক্রবার সন্ধ্যার পর থেকে কার্যত অন্ধকারে ডুবে রয়েছে আমেরিকার একাংশ। তুষারঝড়ের জেরে বাতিল হয়েছে কয়েক হাজার বিমান।

উত্তর ও দক্ষিণ ডাকোটা, ওকলাহোমা, আইওয়া-সহ আরও বেশ কয়েকটি এলাকার প্রশাসনের তরফে সাধারণ মানুষকে ঘর থেকে না বেরোনোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তুষারঝড়ের পাশাপাশি আমেরিকার মানুষ হাড়কাঁপানো ঠান্ডা বাতাসের কারণে জবুথবু। এতই ঠান্ডা পড়েছে যে, কোথাও কোথাও তাপমাত্রা নেমেছে মাইনাস ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ক্রিসমাস এবার কেমন কাটবে তা নিয়ে চিন্তায় বহু মানুষ।

দিল্লির বিকাশপুরীতে ডিডিএ মার্কেটে আগুন; পুড়ে ছাই দোকান, হতাহতের খবর নেই

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): দিল্লির বিকাশপুরী এলাকায় ভয়াবহ আগুন লাগল ডিডিএ মার্কেটে অবস্থিত একটি দোকানে। শনিবার সকালে বিকাশপুরী এলাকার ডিডিএ মার্কেটের এইচ-ব্লকে অবস্থিত একটি দোকানে ভয়াবহ আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই দাউদাউ করে ছড়িয়ে পড়ে আগুন, আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে গিয়েছে দোকানটি।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুয়ান নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ১৮টি ইঞ্জিন। আগুন এতটাই ভয়াবহ রূপ নেয় যে নেভাতে অনেকটা সময় লাগে দমকল কর্মীদের। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। দমকল ও পুলিশ জানিয়েছে, এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি।

চিন ও জাপান-সহ ৫টি দেশ থেকে আগত যাত্রীদের আরটি-পিসিআর টেস্ট বাধ্যতামূলক : মনসুখ মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): চিন ও জাপান-সহ ৫টি দেশ থেকে আগত যাত্রীদের আরটি-পিসিআর টেস্ট বাধ্যতামূলক। জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। বাকি দেশগুলি হল-দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং ও থাইল্যান্ড। শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া জানিয়েছেন, চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং এবং থাইল্যান্ড থেকে আন্তর্জাতিক আগমনকারীদের জন্য আরটি-পিসিআর পরীক্ষা বাধ্যতামূলক।'

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া আরও বলেছেন, 'যদি এই দেশগুলি থেকে আসা কোনও যাত্রীর মধ্যে লক্ষণ দেখা যায় অথবা কোভিড-১৯-এর জন্য টেস্ট পজিটিভ পাওয়া যায়, তবে তাঁকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে।' এদিকে, চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং এবং থাইল্যান্ড থেকে আগত আন্তর্জাতিক যাত্রীদের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা ঘোষণা করতে এয়ার সুবিধা ফর্ম পূরণ করা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যর্থ শাকিবরা, তৃতীয় দিন সকালে মীরপুরে দাপট ভারতীয় বোলারদের

ঢাকা, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): মীরপুরে দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাটিং বিপর্যয়ের সামনে বাংলাদেশ। শনিবার তৃতীয় দিনের মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে শাকিব আল হাসানদের রান ৪ উইকেটে ৭১। ভারতের প্রথম ইনিংসের ৩১৪ রান থেকে এখনও ১৬ রানে পিছিয়ে রয়েছে আয়োজক দেশ। প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ করেছিল ২২৭ রান। ওপেনার জাকির হাসান ছাড়া বাংলাদেশের কোনও ব্যাটারই তেমন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলেন না।

দ্বিতীয় দিনের শেষে বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংসের রান ছিল বিনা উইকেটে ৭। শনিবার শুরুতেই আউট হয়ে যান নাজমুল হোসেন শান্ত। তাঁকে সাজঘরে ফেরান রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ব্যর্থ হলেন তিন নম্বরে নামা মোমিনুল হকও (৫)। তাঁকে আউট করলেন মহম্মদ সিরাজ। রান পেলেন না অধিনায়ক শাকিবও। জয়দেব উনদকাটের বলে শুভমন গিলের হাতে ক্যাচ দিয়ে সাজঘরে ফিরলেন ১৩ রান করে। বিরতির সময় জাকিরের (অপরাজিত ৩৭) সঙ্গে ২২ গজে রয়েছেন লিটন দাস (অপরাজিত শূন্য)। তিনি নামার আগে উইকেটে দাঁড়াতে পারেননি মুশফিকুর রহিমও। মাত্র ৯ রান করে তিনি আউট হয়েছেন অক্ষর পটেলের বলে।

ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সফলতম অক্ষর। ২ ওভার বল করে ২ রান দিয়ে একটি উইকেট নিয়েছেন তিনি। উনদকাট ১১ রানে ১ উইকেট, সিরাজ ২১ রানে ১ উইকেট এবং অশ্বিন ২৬ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন। বোলারদের দাপটে দ্বিতীয় টেস্টেও সুবিধাজনক জায়গায় রয়েছেন লোকেশ রাহুলরা। চট্টগ্রামে প্রথম টেস্টে জিতেছিল ভারত। দুই টেস্টের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন রাহুলরা।

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন এর রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শনিবার।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

কমলার খোসার ব্যবহার ও উপকার গুলি জানেন ?

লেবু প্রজাতির ফলের মৌসুম চলছে এখন। বাজারে বর্তমানে লেবু, মাল্টা, জাম্বুরা প্রভৃতি ফলের সরব উপস্থিতি লক্ষণীয়। কমলা আসতেও খুব একটা বাকি নেই। প্রতিটি ফলেই আছে অনেক ভিটামিন সি। আমরা কমলার মজাদার রসালো স্বাদ এবং ঘ্রাণ উপভোগ করাটা পছন্দ করি কিন্তু এর খোসা ঠিকই বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিই।

তবে আবার যখন আপনার ঘরে কমলা আসবে; তখন খোসা ছুঁড়ে ফেলবেন না। কারণ এগুলোর অনেক অজানা উপকারিতা আছে এবং এগুলোকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়। এই লেখায় কমলার খোসার কিছু অপ্রচলিত ব্যবহার ও উপকারিতার কথা বর্ণনা করা হলো। যা জানলে যে কেউ এগুলোকে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়ার আগে দু"বার ভাববেন।

উপকারিতা

একটি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল হিসেবে কমলা সবার কাছে সুপরিচিত তবে খুব কম মানুষই এ বিষয়ে সচেতন যে, ভেতরের নরম শাঁসটির পাশাপাশি খোসাও ভিটামিন সির একটি চমতার উত। পলিফেনল নামের একপ্রকার উদ্ভিজ্জ উপাদানসমৃদ্ধ কমলার খোসা ডায়াবেটিস ও স্থূলতার মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগ মোকাবেলা এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য উপকারী। একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, খোসায় পলিফেনলের উপস্থিতি এতো বেশি, এর পরিমাণ মূল ফলটির চেয়ে অনেক বেশি। খোসার মধ্যে যে এসেনশিয়াল অয়েল আছে, তা লাইমোনেন দ্বারা সমৃদ্ধ এবং এটি চামড়ার ক্যান্সার মোকাবেলায় সহায়তা করে। সুস্বাদু ফলটির খোসায় অত্যন্ত উচ্চমানের আঁশ আছে, যা পরিপাক ক্রিয়া সঠিকভাবে বাড়াতে সহায়তা করে।

ত্বকের জন্য

কমলার খোসায় সাইট্রিক অ্যাসিডের উপস্থিতি বেশি হওয়ায় এটি ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে সহায়তা করে। ঘরে কমলার খোসার পাউডার তৈরি করা খুব সহজ এবং এর মাধ্যমে বানানো কষজাতীয় পদার্থ প্রাকৃতিকভাবে ত্বককে উজ্জ্বল করে। এটি চমতার ব্ল্যাক হেড রিমুভার হিসেবে কাজ করে। প্রতিদিন মুখে ভালো করে ঘঁষলে মুখের কালো দাগ ও ব্রণের দাগ দূর হয়। কিছু খোসাকে সূর্যের আলোয় শুকান এবং একটি গ্রিন্ডারে ব্লেন্ড করুন, যতক্ষণ না খোসাগুলো চমতার পাউডারে পরিণত না হয়। কেউ চাইলে কমলার খোসার পাউডার দইয়ের সাথে মিশিয়ে ফেসপ্যাক হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। একই উপায়ে মুখের স্ক্রাব হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন।

রুম ফ্রেশনার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কমলার খোসা ফুটন্ত জলে সেদ্ধ করুন এবং এর সাথে কিছু সুগন্ধি মসলা মিশিয়ে নিন। আপনার রান্নাঘরে যদি ভ্যানিলা থাকে, তাহলে এর চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। মিশ্রণটিকে কিছুক্ষণ রাখুন এবং ভালোভাবে মেশান। তাড়াতাড়িই আপনার রান্নাঘরে সেদ্ধ করা মিশ্রণটি ঘরময় ছড়িয়ে পড়বে এবং সারা ঘরকে সুগন্ধ দিয়ে তরতাজা করে তুলবে। একই ধরনের ফলাফল চাইলে কেউ কিচেনের স্টোভে কিছু শুকনো কমলার খোসা পুড়িয়ে দেখতে পারেন।

কিচেন ক্লিনার

পরিচ্ছন্নতার দারুণ এক মাধ্যম হতে পারে কমলার খোসা। এটি ব্যবহার করে ক্লিনজার তৈরি করা খুব সহজ। একটি এয়ার টাইট জার অথবা ম্যাসন জারে সাদা ভিনেগারের সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ কমলার খোসা নিন এবং সংরক্ষণ করুন। এভাবে দুই থেকে তিন সপ্তাহ রেখে দিন এবং মাঝে মাঝে ঝাঁকান। এরপর ভিনেগার বের করে ফেলুন এবং ক্লিনজার হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটি স্প্রে বোতলে ভরে নিন। রান্নাঘরকে প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল করতে ক্লিনজারটি কিচেন কেবিনেট ও স্টোভের ওপর একটু একটু করে স্প্রে করুন এবং জায়গা দুটি মুছে নিন।

উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সহজ করে এই বিশেষ ধরণের চা

একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপের সমস্যাটি দেখা দিয়ে থাকে। এখনকার সময়ে অল্প বয়সেও অনেকের এই সমস্যাটি দেখা দিচ্ছে। যার প্রধান কারণ অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস, শরীরচর্চার কমতি, দুশ্চিন্তা, অপর্যাপ্ত ঘুমসহ নানান অনিয়ম। পুরো বিশ্বজুড়েও উচ্চ রক্তচাপের সমস্যাটি প্রকট আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

এদিকে উচ্চ রক্তচাপের দরুন স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেড়ে যায় তুলনামূলক অনেকখানি। অর্থাতএকটি সমস্যা থেকেই দেখা দিতে পারে বড় ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি।

অথচ এই সমস্যাটি চাইলেই অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব শুধুমাত্র খাদ্যাভ্যাসকে নিয়মের মাঝে বাঁধতে পারলে। আঁশযুক্ত ফল, সবজি ও পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান শুধু উচ্চ রক্তচাপকেই দূরে রাখবে না, সামগ্রিকভাবে শারীরিক সুস্থতাও প্রদান করবে। ফল ও সবজির পাশাপাশি বাদাম, ফ্ল্যাক্সসিডস উচ্চ রক্তচাপের সমস্যাটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কাজ করে। আজকের ফিচারটিতে মূলত উঠে আসবে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ফ্ল্যাক্সসিডস চায়ের উপকারিতা। সহজলভ্য এই উপাদানে তৈরি চায়ে খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে খাপছাড়া উচ্চ রক্তচাপের সমস্যাটি।

উচ্চ রক্তচাপ কমাতে কেন কাজ করবে ফ্ল্যাক্স সিডস? প্রায় একশ গ্রাম ফ্ল্যাক্সসিডস থেকে পাওয়া যাবে ৮১৩ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম। পটাশিয়াম সোডিয়ামের ক্ষতিকর প্রভাবকে প্রশমিত করতে কাজ করে। এমনকি শরীর থেকে বাড়তি সোডিয়ামকে মূত্রের সাহায্যে বের করে দিতেও সাহায্য করে ফ্ল্যাক্সসিডসে থাকা পটাশিয়াম।

ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন জার্নালে প্রকাশিত তথ্যানুসারে, ফ্ল্যাক্সসিডসে থাকা উচ্চমাত্রার ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডস হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখতে ও কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। এছাড়া খাদ্য আঁশের উপযুক্ত উত হলো ফ্ল্যাক্সসিডস, যা রক্ত চলাচলকে স্বাভাবিক রাখতে উপকারী। ফলে এই উপাদানে তৈরি চা পানে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যাটিকে আয়ত্তে রাখা যাবে অনেকখানি।

কীভাবে তৈরি করতে হবে ফ্ল্যাক্সসিডসের চা?

উপকারী এই চা তৈরিতে প্রয়োজন হবে এক চা চামচ ফ্ল্যাক্সসিডসের গুঁড়া, এক কাপ জল ও আধা চা চামচ মধু। ফুটন্ত জল ফ্ল্যাক্সসিডসের গুঁড়া দিয়ে ৩-৪ মিনিট ফুটিয়ে নিতে হবে। এরপর গ্লাসে ঢেলে এতে মধু যোগ করে চায়ের মতো পান করতে হবে। স্বাদ বাড়াতে চাইলে সাথে কয়েক ফেঁটা লেবুর রস যোগ করে নিতে হবে।

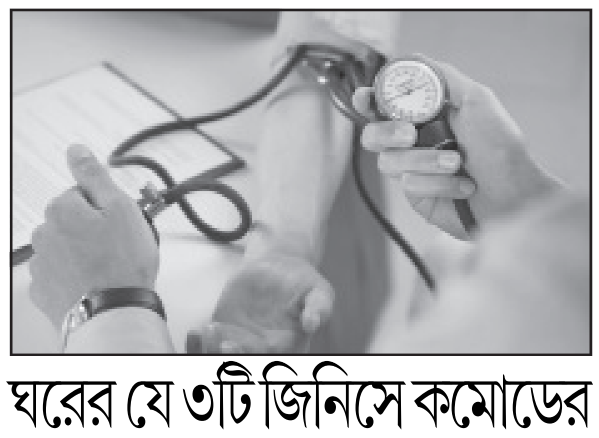

ঘন ও লম্বা চুল পেতে যেভাবে ব্যবহার করবেন রসুন

চুল একজন মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য বিকশিত করে। চুল ছাড়া নারী কিংবা পুরুষ কারোই সৌন্দর্যে পরিপূর্ণতা আসে না। এমনকি ঘন কালো চুল একজন মানুষকে আত্মবিশ্বাসী হতে সহায়তা করে। কারণ মাথায় যদি চুল না থাকে বা কম থাকে, তবে হীনমন্যতায় ভুগতে হয়। তাছাড়া বয়সের আগেই বয়স্ক দেখায়।

তবে সবকিছুরই যত্নের প্রয়োজন হয়।

যত্ন ছাড়া কোনো কিছুই সুন্দর হয় না। ঠিক তেমনি চুলের প্রতিও যত্নশীল হতে হয়। নইলে চুলের বিভিন্ন সমস্যায় ভুগতে হয়। অনেকেরই দেখা যায়, কোনোভাবেই মাথার চুল বাড়ছে না। নানান নামীদামী প্রসাধনীও এক্ষেত্রে কাজে দিচ্ছে না। তবে চিন্তার কিছু নেই। কারণ এই সমস্যার সহজ সমাধান রয়েছে আপনার রান্নাঘরেই। ঘন ও লম্বা চুল পেতে ব্যবহার করতে হবে রসুন। কেননা রসুন শুধুমাত্র স্বাস্থ্যে জন্যই উপকারী নয়, পাশাপাশি চুলের জন্যই বেশ কার্যকারী।

বিশেষ করে রসুনে থাকা জিঙ্ক এবং ক্যালসিয়াম, চুলের জন্য ভীষণ উপকারী। রসুনের তেল দিয়ে মাথার ত্বকে ম্যাসাজ করলে চুলের গোঁড়া শক্ত হয়। চলুন তবে জেনে নেয়া যাক চুলের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কীভাবে রসুন ব্যবহার করবেন-

রসুন এবং আদা

সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, আদা মাথার খুশকি দূর করে। চুল ঝরে যাওয়া কমাতে এবং চুল বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। দুই ইঞ্চি আদার টুকরো এবং ৮টি রসুনের কোয়া প্রথমে ভালো করে পিষে নিন। এবার কড়াইয়ে আধা কাপ নারকেল তেল অথবা অলিভ অয়েল নিয়ে গরম করুন এবং তাতে আদা-রসুনের পেস্টটি মিশিয়ে খয়েরি বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত গরম করে নিন। তারপর সেই তেলটি ঠাণ্ডা হলে আলাদা পাত্রে ছেঁকে রাখুন। এই তেলটি দু'চামচ করে নিয়ে ১৫ মিনিট পর্যন্ত মাথা এবং চুলে ভালো করে ম্যাসাজ করুন। তারপর ৩০ মিনিট রেখে দেওয়ার পর, হালকা শ্যাম্পু দিয়ে মাথা ভালো করে ধুয়ে নিন।

রসুন এবং মধু

রসুনের সঙ্গে মধুর মিশিয়ে চুলে ব্যবহার করলে চুলের আর্দতা ধরে রাখতে দুর্দান্ত কাজ করে। চুলের বৃদ্ধি হয় এবং চুল উজ্জ্বলও থাকে। এক চামচ মধুর সঙ্গে, এক চামচ রসুনের রস মিশিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করুন। তারপর সেই মিশ্রণটি মাথার ত্বক এবং চুলে ভালো করে লাগিয়ে ২০ মিনিট রাখুন। তারপর হালকা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার এটি করতে পারেন।

রসুন এবং রোজমেরি

রোজমেরি অয়েল চুলের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দুর্দান্ত কাজ করে। এর সঙ্গে নারকেল ও ক্যাস্টর অয়েল এবং রসুনের রস মিশিয়ে মাথায় লাগালে দুর্দান্ত ফল পাবেন। পাঁচ চামচ রসুনের রসের সঙ্গে, আধা চা চামচ রোজমেরি অয়েল মিশিয়ে নিন, তারপর তাতে এক চামচ ক্যাস্টর অয়েল ও এক চামচ নারকেল তেল মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণটি দিয়ে ১৫ মিনিট মাথা ও চুল ভালো করে ম্যাসাজ করুন। তারপর ৩০ মিনিট রেখে দেওয়ার পর, হালকা শ্যাম্পু দিয়ে ভালো করে মাথা ধুয়ে নিন।

রসুনের শ্যাম্পু

পিপারমেন্ট অয়েল চুলের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দুর্দান্ত কাজ করে। এক্ষেত্রে ১৫টি রসুন কোয়া নিয়ে ভালো করে পেস্ট তৈরি করে নিন। তারপর এই পেস্টটি আপনার শ্যাম্পুর বোতলে দিয়ে, তাতে ১০ ফেঁটা পিপারমেন্ট অয়েল দিয়ে মিশিয়ে নিন। তারপর সেই শ্যাম্পুটি ব্যবহার করুন।

রসুনের তেল

রসুনের তেল দিয়ে মাথা ম্যাসাজ করলে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং হেয়ার ফলিকলস উদ্দীপিত করে। এটি চুলের বৃদ্ধিতে বেশ কাজ করে। রসুনের তেল তৈরি করবেন কীভাবে? চলুন জেনে নেয়া যাক নিয়ম- ৮টি রসুনের কোয়া এবং একটি মাঝারি আকারের পেঁয়াজ নিয়ে ভালো করে থেঁতো করে নিন। কড়াইয়ে আধা কাপ নারকেল তেল অথবা অলিভ অয়েল নিয়ে গরম করুন এবং তাতে আদা রসুনের পেস্টটি মিশিয়ে দিন। যতক্ষণ না পর্যন্ত পেঁয়াজ-রসুনের পেস্টটি খয়েরি রঙ ধারণ করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তেল গরম করুন। তারপর সেই তেলটি ঠাণ্ডা করে ছেঁকে আলাদা পাত্রে ঢেলে রাখুন। এরপর এই তেলটি দু"চামচ করে নিয়ে ১৫ মিনিট পর্যন্ত মাথা এবং চুলে ম্যাসাজ করুন। ৩০ মিনিট রেখে দেওয়ার পর হালকা শ্যাম্পু দিয়ে মাথা ভালো করে ধুয়ে নিন।

আপনার শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে যেসব খাবার জরুরি

শিশুর মস্তিষ্কের সুষ্ঠু বিকাশে পুষ্টির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টিকর খাবার শিশুর মস্তিষ্কের ওপর ইতিবাচক প্রভাব রাখে। যা সহায়তা করে শিখতে, মুখস্থ করতে, মনোসংযোগের ক্ষমতা বাড়াতে এবং আচরণগত দিক ঠিক রাখতে। এগুলো ছাড়াও পুষ্টিকর খাবার শিশুর তথ্য প্রক্রিয়াজাত করার ক্ষমতা, ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এবং বহুমুখী কাজের দক্ষতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যতালিকা হচ্ছে মিনারেল, ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের সমন্বয়, যা মস্তিষ্কের সঠিক পুষ্টির জোগান দেয় এবং মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা থেকে সুরক্ষা দেয়। এ কারণেই বাবা-মায়ের উচিত তাদের সন্তানের জন্য পরিপূর্ণ পুষ্টি নিশ্চিত করা। যাতে তাদের সঠিক বৃদ্ধি ও উন্নতি হয়। তাই খেয়াল রাখবেন, একটি পরিপূর্ণ মস্তিষ্কের জন্য আপনার সন্তান নিম্নোক্ত খাবারগুলো খাচ্ছে কি না।

ডিম: প্রোটিন এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ ডিমের কিন্তু ক্ষমতা আছে শিশুদের মনোসংযোগ ও চিন্তাশক্তি বাড়ানোর। ডিমের কুসুম মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ায়, যেমন- স্মৃতিশক্তি ঠিক রাখা এবং যোগাযোগের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। ডিম শরীরে সেরেটোনিন হরমোনের গঠন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে যা শিশুকে সারাদিন প্রাণচঞ্চল ও উজ্জীবিত রাখে।

মাছ: মাছে আছে বিপুল ওমেগা-থ্রি ফ্যাট, আয়োডিন ও জিংক। যা মস্তিষ্কের সক্ষমতার জন্য অত্যাবশ্যক। মাছ মস্তিষ্কের তরতাজা ভাব বৃদ্ধি করে এবং বয়সের কারণে মস্তিষ্কের ক্ষয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করে। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, যারা মাছ খান তাদের মস্তিষ্কের পরিপক্কতা বেশি, যা মন-মেজাজের নমনীয়তা ঠিক রাখে। ফলে শিশুর মনের ভারসাম্য ঠিক থাকে এবং স্মৃতিশক্তি বাড়ে। যেসব শিশু প্রতিসপ্তাহে মাছ খায়, তারা ওমেগা-থ্রি ফ্যাটের কারণে বিষণতায় ভোগে না। এ ছাড়া মাছ শিশুদের টাইপ-১ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়।

রসালো ফলমূল: রসালো ফলে ''অ্যান্টোচিয়ানিন্স'' নামক উপাদানের সমন্বয় আছে। যেগুলো মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। এসব ফল মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়। এগুলো প্রদাহ প্রতিরোধক এবং নতুন নার্ভ সেল উতাদনে সহায়তা করে। রসালো ফল খাওয়া শিশুর বুদ্ধিভিত্তিক আচরণগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এটি একাডেমিক পারফরম্যান্স ভালো করে এবং শিশুর মস্তিষ্ককে সচেতন ও তীক্ষ্ম করে।

পাতাযুক্ত সবজি: শিশুর মস্তিষ্কের জন্য সবুজ শাক-সবজি অত্যাবশ্যক। স্পিনাচ ও লেটুসের মতো পাতাযুক্ত সবজিতে আছে ফ্লেভনডোইস, ভিটামিন ই ও কে-১। এ তিনটির সমন্বয় শিশুর মস্তিষ্ককে সুরক্ষা দেয়। যেসব শিশু পর্যাপ্ত পাতাযুক্ত সবজি খায়, তাদের বুদ্ধিভিত্তিক স্কোর বেশি হয়ে থাকে। এসব সবুজ শাক-সবজি যথেষ্ট পরিমাণ ফাইবার সমৃদ্ধ, যা মস্তিষ্কের এবং অন্ত্রের প্রদাহ হ্রাস করে।

দই: প্রোটিনে ভরপুর টক দই মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্য এককথায় চমতার। দইয়ে আছে আয়োডিন, যা খুব সুন্দরভাবে মস্তিষ্কের কার্যক্রমকে সহায়তা করে এবং শিশুর বুদ্ধিভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে। এ ছাড়াও দইয়ে আছে প্রোটিন, জিংক, ভিটামিন বি-১২ ও সেলেনিয়াম যা মস্তিষ্কের বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান। তাই ব্রেকফাস্টের জন্য শিশুকে ফল ও বাদামের পরিবর্তে টক দই দিন।

বাদাম ও বিচি: এতে আছে ভিটামিন ই, জিংক, ফলেট, লৌহ ও প্রোটিন। বাদাম এবং বিচিও শিশুদের একাডেমিক পারফরম্যান্স এবং বুদ্ধিভিত্তিক দক্ষতা বাড়াতে সহায়তা করে। একটি শিশুর মস্তিষ্কের জ্বালানি এবং স্মৃতিশক্তি বাড়াতে ও মেজাজের তারতম্য নিয়ন্ত্রণ করতে এ দুটি জিনিস সহায়তা করে। এ ছাড়াও এগুলো সেরোটনিন হরমোনের জোগান দেয়। ফলে শিশুরা মানসিক চাপমুক্ত ও হাসিখুশি থাকতে পারে। বিচিসমূহ কিন্তু ফাইবার ও প্রোটিন সমৃদ্ধ।

কমলা: কমলা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ, যা কি না স্বাস্থ্যকর মস্তিষ্কের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কমলা খাওয়ার বেশ কিছু উপকারিতা আছে। যার মধ্যে আছে শিশুদের অধিকতর ভালো পারফরম্যান্স, মিশুকহওয়া, শক্তি সঞ্চয়, মনোসংযোগ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারা। বুদ্ধিভিত্তিক দক্ষতাও বৃদ্ধি করে কমলা।

ঘরের যে ৩টি জিনিসে কমোডের থেকেও বেশি জীবাণু থাকে

সবাই নিজেদের ঘর-বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন। এমনকি ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ রোধে নিজেদের বাথরুম ও কমোডও পরিষ্কার করেন। কিন্তু ঘরের এমন কয়েকটি জিনিস আছে যা পরিষ্কার করার কথা মনেই রাখেন না।

অথচ জানলে অবাক হবেন যে, সেই জিনিসগুলোতে বাথরুমের কমোডের চেয়েও বেশি জীবাণু থাকতে পারে!

এমনকি, তা থেকে হতে পারে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণও! কমোডে হাত দিলে তো সঙ্গে সঙ্গে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু এই সব জিনিসের ক্ষেত্রে কী করেন? চলুন সতর্ক থাকতে জেনে নেয়া যাক ঘরের কোন তিনটি জিনিসে কমোডের থেকেও বেশি জীবাণু থাকে-

কার্পেট

বাড়ি সাজাতে কার্পেট ব্যবহার করেন অনেকেই। তবে এই কার্পেটের উপরই ত্বকের মৃত কোষ, খাবারদাবার, ধুলো, পোষ্যর শরীরের লোম ইত্যাদি জমছে, যা অনেকেরই অজানা। এর ফলে ই কোলাই, স্ট্যাফিলোককাস ও সালমোনেলাবমতো ব্যাকটেরিয়া সহজেই বাসা বাঁধে কার্পেটে। কার্পেট নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করুন। আর বছরে অন্তত একবার পুরো কার্পেট তুলে পরিষ্কার করিয়ে আনুন।

টুথব্রাশ হোল্ডার

দাঁতের যত্ন নেবেন বলে সময়ে সময়ে ব্রাশ তো পাল্টাচ্ছেন! কিন্তু টুথব্রাশ হোল্ডারের দিকে তাকিয়েছেন কি? দাঁত মাজা হয়ে গেলে সাধারণত টুথব্রাশ হোল্ডারে ভেজা ব্রাশ রেখে চলে যাওয়ার অভ্যাস আছে অনেকেরই। তা থেকেই কিন্তু হোল্ডারে জন্মাতে পারে ব্যাকটেরিয়া। কমোডে যে কলিফর্ম মাত্র ৫ শতাংশ মেলে, তা টুথব্রাশ হোল্ডারে পাওয়া যায় প্রায় ২৭ শতাংশ! কাজেই শরীর ভালো রাখতে নিয়মিত টুথব্রাশ হোল্ডার পরিষ্কার করুন। কিছুদিন অন্তর তা বদলেও নিন।

কাটিং বোর্ড সবজি বা মাংসের টুকরো ছোট করে কাটার জন্য কাটিং বোর্ডের ব্যবহার করেন অনেকেই। কিন্তু সেটি পরিষ্কার রাখেন কি? গবেষণা বলছে কাটিং বোর্ডে একটি কমোডের তুলনায় ২০০ গুণ বেশি জীবাণু থাকে। তাই সবজি কাটা হয়ে গেলে ভালো করে সাবান দিয়ে কাটিং বোর্ড ধুয়ে নিন। এবার একটি বালতির জলে ব্লিচ মেশান। সারা রাত বোর্ডটি সেই জলে ডুবিয়ে রাখুন। কাটিং বোর্ডটি কাঠের হলে, সারারাত না ডুবিয়ে, কিছুক্ষণ রেখে তুলে নিন।

ব্যায়াম ছাড়াও যেভাবে দ্রুত ওজন কমানো সম্ভব

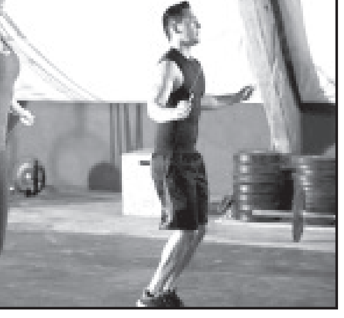

সুস্থ থাকার জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্যকর খাবারের পাশাপাশি ব্যায়াম বা শরীরচর্চা করা প্রয়োজন। তাছাড়া যাদের ওজন বেশি, তাদের শরীরের বাড়তি মেদ ঝরাতে ব্যায়াম করা জরুরি। তবে ব্যস্ত জীবনে সময়ের অভাবে ব্যায়াম করা সম্ভব হয় না অনেকেরই। আবার বিভিন্ন কারণে ডায়েটও ঠিকভাবে করা সম্ভব হচ্ছে না।

কি চিন্তায় পড়ে গেলেন? চিন্তার কিছু নেই, কারণ ব্যায়াম ছাড়াও ওজন কমানো সম্ভব। আবার অনেকের মনেই একটা ভ্রান্ত ধারণা থাকে, তা হলো কম খেয়ে ওজন কমানো যায়! কথাটি একদমই সত্য নয়। কম খেলে ওজন কমে না, বরং এর ফলে আরো মোটা হবেন। সেই সঙ্গে বোনাস হিসেবে বাড়বে শরীরে বিষ-ব্যথাও। ঘণ্টার পর ঘণ্টা না খেয়ে থাকার পরিবর্তে, যদি আপনি স্বাস্থ্যকর ডায়েট অনুসরণ করেন এবং আপনার দৈনন্দিন অভ্যাসে খানিকটা পরিবর্তন নিয়ে আসেন, তাহলে খুব দ্রুত ওজন কমাতে পারবেন। চলুন জেনে নেয়া যাক ব্যায়াম ছাড়াই ওজন কমানোর কিছু জাদুকরী টিপস- অতিরিক্ত খেলে শরীরে প্রচুর পরিমাণ মেদ জমে। বেশি খাওয়া মানেই কিন্তু বেশি ক্যালরি জমা হওয়া। আর পর পর খাবার খেতেই থাকলে সেই ক্যালরি বার্ন হয় না। ফলে শরীরে জমতে থাকে ফ্যাটের স্তর। যেখান থেকে ওবেসিটি আসতে বাধ্য। তাই বেশি খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বেশি খাওয়ার অভ্যেস হয়ে গেলে শরীর খিদে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারায়। অর্থাতকখন খিদে পাচ্ছে, কতটা খাওয়া প্রয়োজন এই অনুভূতিটাই চলে যায়। সেজন্য কিছুক্ষণ পর পর খান। এতে অহেতুক ক্ষুধা বোধ করবেন না এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকবে। পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণে থাকবে ক্যালরিও। রুটি, সিরিয়াল এবং অন্যান্য স্টার্চ জাতীয় খাবারে যদি সামান্য পরিমানে দারুচিনি দেওয়া যায়, তবে দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষুধা বোধ করবেন না। ফলের রস স্বাস্থ্যকর কিন্তু যদি গোটা ফল খান তবে আরো ভালো। চিনি মেশানো প্যাকেট ফলের রসের চেয়ে গোটা ফল খাওয়া বেশি উপকারী বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। এটি ক্যালরির মাত্রা কমিয়ে দেয় এবং অপ্রয়োজনীয় ওজন থেকে রক্ষা করে। দোকান থেকে কোনো প্রক্রিয়াজাত খাবার কিনতে গেলে বা প্যাকেট ফুড কেনার আগে সাবধানতা অবলম্বন করুন। ফ্যাটলেস লেখা থাকলেই ভরসা করবেন না। ট্রান্স ফ্যাটের কথাটা ভুললে চলবে না। সবচেয়ে ভালো প্যাকেটজাত খাবার এড়িয়ে চলা। ওজন অনুযায়ী আপনার শরীরে কত ক্যালরির খাবার দরকার সেই পরামর্শটুকু আগেই জেনে নিতে হবে কোনো চিকিতক বা পুষ্টিবিদের কাছ থেকে। সেই অনুযায়ী ঠিক করতে হবে আপনার প্রতিদিনের খাবারের তালিকা। অস্বাস্থ্যকর খাবার খেলে হজমের সমস্যা, হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়। এছাড়াও অনিদ্রা, মাথা ধরা, পালস রেট বেড়ে যাওয়া এসব থাকেই। খেয়ে যদি বমি, গ্যাসের সমস্যায় ভুগতে হয় তাহলে সেখান থেকে হতে পারে বড় কোনো সমস্যা। ওজন কমাতে চাইলে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করুন। জল শুধু তৃষ্ণা নিবারণ করবে না, ক্ষুধাও প্রশমিত করে।

যে চারটি খাবার খেলে টাক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে

বর্তমানে চুল পড়ার সমস্যায় অনেকেই ভুগে থাকেন। এই সমস্যায় কেবল নারীরাই ভুগেন না, পুরুষরাও ভুগেন। দেখা যায় চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়ালে প্রচুর চুল উঠে। এই সমস্যা দেখা দিলে চিন্তা হওয়াটাই স্বাভাবিক। সাধারণত যত্ন না নিলে চুল পড়ার আশঙ্কা বাড়ে। আবার দেখা যায়, নিয়মিত চুলে তেল, শ্যাম্পু, কন্ডিশনিং করার পরও চুল পড়ছে। বিশেষ কোনো অসুখ হলে বিষয়টি আলাদা। নাহলে চোখ রাখুন খাবারের দিকে। কিছু খাবার আছে যেগুলো খেলে চুল পড়ার মাত্রা বেড়ে যায়। এমনকি টাক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। চলুন জেনে নেয়া যাক সেই খাবারগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত- চিনি প্রচুর চিনি বা মিষ্টিজাতীয় পদার্থ খান কি? তাহলে কিন্তু এটিই হতে পারে আপনার চুল পড়ার কারণ। অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার কারণে টাকও হয়ে যেতে পারে। তাই মিষ্টি ভালবাসলেও পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে খান। ময়দা বাড়িতে লুচি-পরোটা হামেশাই খাচ্ছেন? ময়দা দিয়ে তৈরি এই লুচি বা পরোটাই কিন্তু আপনার চুলের ক্ষতি করছে। কারণ এতে থাকা গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বা জিআই-এর পরিমাণ হরমোনের সমতা নষ্ট করে। ফলে তা থেকে চুল উঠে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। কেবল ময়দা নয়, একই কারণে খাবারের তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে পাঁউরুটিও। অ্যালকোহল তরল পানীয়তে চুমুক দেওয়ার সময়ে ভাবছেন কি তা থেকে চুলের এত বড় ক্ষতি হতে পারে? গবেষণা কিন্তু সেই রকমই বলছে। অতিরিক্ত মদ্যপান করলে হেয়ার ফলিকল নষ্ট হয়।

শনিবার আগরতলায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক কার্যালয়ে "দীশার" পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

পূর্ববর্তী সরকারের দাসত্বের মানসিকতা আমাদের মহান শিক্ষাব্যবস্থাকে মহিমান্বিত হতে দেয়নি : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): পূর্ববর্তী সরকারের দাসত্বের মানসিকতা আমাদের মহান শিক্ষাব্যবস্থাকে মহিমান্বিত হতে দেয়নি। স্বামীনারায়ণ গুরুকুলে যাতে আমাদের ঐতিহ্য ও মূল্য ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের শিক্ষক এবং পুরোহিতরাই দায়িত্ব নিয়েছিলেন। শনিবার স্বামীনারায়ণ গুরুকুল রাজকোট সংস্থানের ৭৫ তম অমৃত মহোৎসবে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভার্চুয়ালি এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আবিষ্কার ও গবেষণা ভারতের জীবনধারার অংশ ছিল। নালন্দা এবং তক্ষশীলার মত বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের গুরুকুল ঐতিহ্যের বৈশ্বিক গৌরবের সমার্থক ছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, খুব কম মানুষই হয়তো জানেন, গুরুকুলে দরিদ্র ছাত্রদের প্রতিদিন ফি হিসাবে এক টাকা দিতে হয়। এটিই দরিদ্রদের জন্য গুণমানসম্পন্ন শিক্ষাকে সহজলভ্য করে তুলছে। নালন্দা ও তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পথপ্রদর্শক। বর্তমানে আমরা ভারতের যে সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করছি তারই ফল। মোদীর কথায়, সামাজিক বিজ্ঞান থেকে সৌর বিজ্ঞান, গণিত থেকে ধাতুবিদ্যা এবং জিরো থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত, আমরা অন্ধকার দিনে সমস্ত ক্ষেত্রে গবেষণা চালিয়েছি। আমরা নতুন ফলাফল অর্জন করেছি এবং আধুনিক বিজ্ঞানে যাত্রার পথ প্রশস্ত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, আমরা যখন স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন করছি, আসুন আমরা আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যত গড়তে অঙ্গীকার করি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটি দুর্দান্ত ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষাগত পরিকাঠামো হোক অথবা শিক্ষানীতি, আমরা আগের চেয়ে দ্রুত গতিতে কাজ করছি। বর্তমানে আইআইটি, আইআইআইটি এবং এইমস-এর মত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে। মোদীর কথায়, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, আত্মনির্ভর ভারত, মেক ইন ইন্ডিয়া, "এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত"-এর মত দুর্দান্ত প্রোগ্রামগুলির সঙ্গে ভারত এগিয়ে চলেছে। সামগ্রিক উপায়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রতিটি জীবনকে পরিবর্তন করতে চলেছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপালের সামনে বিক্ষোভ, ছাত্র সংসদের নির্বাচনের দাবিতে স্লোগান

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : ছাত্র সংসদের নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের একাংশ। শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যপালের সামনেই নির্বাচনের দাবিতে চলে এই বিক্ষোভ।

নতুন রাজ্যপাল নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে তাঁর গাড়ি ঘিরে একদল পড়ুয়া দাবি করে, ছাত্র সংসদের নির্বাচন করতে হবে। পোস্টার, ব্যানার হাতে নিয়ে রাজ্যপালের প্রবেশপথ আটকে দাঁড়িয়েছিলেন এসএফআইয়ের একদল কর্মী, সমর্থক। রাজ্যপাল ঢুকতে তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরা হয়। এরপর পুলিশি প্রহরায় জমায়েত সরিয়ে রাজ্যপালের গাড়ি ক্যাম্পাসে ঢোকে। সেখানেও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পড়ুয়ারা ফের তাঁর পথ আটকান বলে অভিযোগ।

বিক্ষোভ প্রদর্শন ঘিরে শনিবার সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রতিবাদ জানিয়ে সমাবর্তন বয়কট করেন একদল ছাত্রছাত্রী। এদিন তাঁরা সার্টিফিকেট নেবেন না বলে সাফ জানান। ফলে শনিবার সমাবর্তনের শুরুতেই তাল কাটে। বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলার প্রতিশ্রুতি দেন রাজ্যপাল। পরে প্রায় ৫-১০ মিনিট বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল। কথা বলার জন্য রাজ্যপালকে ধন্যবাদ জানান পড়ুয়ারা। বিষয়টি নিয়ে পরে আলোচনা করে রাজ্যপাল দেখবেন বলে জানিয়েছেন পড়ুয়াদের একাংশ। অনেকটা 'হোক কলরব'-এর ধাঁচে প্রতিবাদে শামিল হতে দেখা যায় বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে। রাজ্যপাল যদিও তাঁদের উদ্দেশে গাড়ি থেকে হাত নেড়ে নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে দিয়ে ভিতরে ঢুকে যান। ভিতরে সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুরু হলেও বাইরে ছাত্রদের বিক্ষোভ চলতে থাকে। সম্প্রতি ছাত্র সংসদের নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনে শামিল হন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়াদের একাংশ। নির্বাচনের দাবিতে দীর্ঘ ১২ দিন ধরে অনশন চালান পড়ুয়াদের একাংশ। এর পর অনশন প্রত্যাহার করে আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা ঘোষণা করেন যে, নিজেদের ভোট তাঁরা নিজেরাই করবেন। যাবতীয় প্রশ্নের মধ্যেই 'নিজেদের ভোটে গড়ে নেব নিজেদের ইউনিয়ন' স্লোগান তুলে গত বৃহস্পতিবার মেডিক্যালে নির্বাচন করেন পড়ুয়াদের একাংশ।

দিল্লির বিকাশপুরীতে ডিডিএ মার্কেটে আগুন; পুড়ে ছাই দোকান, হতাহতের খবর নেই

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): দিল্লির বিকাশপুরী এলাকায় ভয়াবহ আগুন লাগল ডিডিএ মার্কেটে অবস্থিত একটি দোকানে। শনিবার সকালে বিকাশপুরী এলাকার ডিডিএ মার্কেটের এইচ-ব্লকে অবস্থিত একটি দোকানে ভয়াবহ আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই দাউদাউ করে ছড়িয়ে পড়ে আগুন, আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে গিয়েছে দোকানটি।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুয়ান নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ১৮টি ইঞ্জিন। আগুন এতটাই ভয়াবহ রূপ নেয় যে নেভাতে অনেকটা সময় লাগে দমকল কর্মীদের। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। দমকল ও পুলিশ জানিয়েছে, এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি।

মার্কিন পার্লামেন্ট কমপ্লেক্সে দাঙ্গার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়ী

ওয়াশিংটন, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): গত বছরের ৬ জানুয়ারি আমেরিকায় সংসদ চত্বরে দাঙ্গার ঘটনায় তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে মার্কিন সংসদীয় কমিটি। প্রতিবেদনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর দাঙ্গার জন্য তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দায়ী করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে ট্রাম্প, যিনি ২০২০ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জো বাইডেনের কাছে হেরে যাওয়ার পরে জাল ভোট দেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন, তিনি তার সমর্থকদের সংসদ কমপ্লেক্সে দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য কোনও আবেদন করেননি।

সংসদীয় কমিটি তাদের প্রতিবেদনে ট্রাম্পকে কখনওই পাবলিক পদে না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই হিংসার কারণ "কেবল একজন", তিনি হলেন ট্রাম্প। গণতন্ত্রকে বিপদে ফেলার পাশাপাশি ট্রাম্প আমেরিকান আইনপ্রণেতাদের জীবনও হুমকির মুখে ফেলেছিলেন।

মিসিসিপি-র সাংসদ বেনি থমসনের সভাপতিত্বে কংগ্রেসনাল কমিটি ১৮ মাসের তদন্তে ১০টি শুনানি করেছে। এক হাজার সাক্ষীর সাক্ষাৎকার ও লক্ষাধিক পৃষ্ঠার নথির সাহায্যে কমিটি ৮১৪ পৃষ্ঠার চূড়ান্ত প্রতিবেদনে জমা দেওয়া হয়েছে।

দুর্ঘটনায় আহত মহারাষ্ট্রের বিজেপি বিধায়ক জয়কুমার, চিকিৎসাধীন পুণের হাসপাতালে

পুণে, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন মহারাষ্ট্রের বিজেপি বিধায়ক জয়কুমার গোরে। আহত অবস্থায় পুণের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন জয়কুমার। শুক্রবার রাতে মালথানের কাছে সাতারা জেলার পুণে-পান্ধরপুর সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন বিজেপি বিধায়ক জয়কুমার। বিধায়কের সঙ্গে সেই সময় ছিলেন তাঁর দুই রক্ষী ও চালক। তাঁরাও পুণের হাসপাতালে ভর্তি।

পুণের রুবি হল ক্লিনিক হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে বিজেপি বিধায়ক জয়কুমারের। হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ কপিল জিরপে বলেছেন, বিজেপি বিধায়ক জয়কুমার গোরে সচেতন হলেও তাঁর বুকে আঘাত লেগেছে। তাঁর পালস রেট এবং রক্তচাপ স্বাভাবিক রয়েছে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার রাতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বিজেপি বিধায়কের গাড়ি।

দিদিকে ডিভোর্স না দেওয়ায় জামাইবাবুকে খুন শ্যালকের

বীরভূম, ডিসেম্বর (হি. স.) : শুক্রবার রাতে বীরভূমের রামপুরহাট এলাকায় এক ব্যক্তি খুন হন।

প্রাথমিক তদন্তে দেখা যাচ্ছে, দিদিকে ডিভোর্স দিতে রাজি হননি জামাইবাবু। অভিযোগ, সেই রাগে শ্যালক তলোয়ার দিয়ে জামাইবাবুকে কুপিয়ে খুন করেছে। ঘটনার তদন্তে নেমে ইতিমধ্যে অভিযুক্ত শ্যালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম বিশাল মাল। রামপুরহাটের শ্রীফলা এলাকার বাসিন্দা বিশালের দিদির সঙ্গে বিয়ে হয় বীরভূমের মল্লারপুরের বাসিন্দা কৃষ্ণ কর্মকারের। বিয়ের পর থেকে কৃষ্ণ ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে নানান ঝামেলা চলছিল বলে জানা গিয়েছে। বিশালের দিদি কৃষ্ণ কর্মকারের কাছ থেকে ডিভোর্সও চান। কিন্তু কৃষ্ণ ডিভোর্সে রাজি হননি। বিষয়টি নিয়ে তাঁদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নতুন করে ঝামেলা শুরু হয়। সেই বিবাদ গড়ায় কৃষ্ণর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে।

স্থানীয়রা জানান, এর মাঝে নিশ্চিন্তপুর এলাকায় নিজের মাসির বাড়িতে গিয়েছিলেন কৃষ্ণ কর্মকার। শুক্রবার রাতে মাসির বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন কৃষ্ণ। সেই সময় আচমকা তাঁর শ্যালক বিশাল ৫-৭ জনকে সঙ্গে নিয়ে এসে কৃষ্ণ কর্মকারের উপর চড়াও হয়। কৃষ্ণ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার গলায় তলোয়ারের কোপ মারে বিশাল। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রক্ত বেরোতে থাকে। চিৎকার করে ওঠে কৃষ্ণ কর্মকার। আর্তনাদ শুনে প্রতিবেশীরা তড়িঘড়ি ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। অভিযুক্ত বিশালকে গ্রেফতার করেছেন তদন্তকারীরা।

অবসর পুনর্বিবেচনা করছেন আর্জেন্টিনার ফুটবলার ডি মারিয়া

বুয়েনস আইরেস, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার নাটকীয় পেনাল্টি শ্যুটআউট জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার পর অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া এবার তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ার থেকে অবসরের পুনর্বিবেচনা করছেন।

৩৪ বছর বয়সী জুভেন্টাস উইঙ্গার আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি কাতারে ফুটবল বিশ্বকাপের পর অবসর নেবেন। কিন্তু পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে তার পারফরম্যান্স—এর পর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে শুরু করেছেন তিনি। ডি মারিয়া এখন ২০২৪ কোপা আমেরিকা পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালে ডি মারিয়া আন্তর্জাতিক অভিষেকের পর থেকে আলবিসেলেস্তেদের হয়ে ১২৯ বার খেলেছেন। এবারের বিশ্বকাপের শেষ পর্যায়ে গ্রুপ পর্বে উরুতে স্ট্রেনের পরে ফিটনেসের জন্য লড়াই করেন। কিন্তু তিনি ফাইনালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং লিওনেল মেসির দ্বিতীয় গোল করার আগে পেনাল্টি যথাযথভাবে অর্জন করে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল।

বৈষ্ণবঘাটায় সিলিন্ডার বোঝাই ট্রাকে আগুন

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ কলকাতার বৈষ্ণবঘাটা অঞ্চলে একটি গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই ট্রাকে আচমকাই আগুন ধরে যায়। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। একটি গ্যাস গোডাউনে সিলিন্ডারগুলি ডেলিভারি করতে ওই ট্রাকটি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে খবর। স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছেও গিয়েছিল ট্রাকটি। তখনই দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করে ট্রাকটি। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

জানা গিয়েছে, সিলিন্ডারবোঝাই ট্রাকের আগুন নেভাতে তড়িঘড়ি পৌঁছয় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। দ্রুততার সঙ্গে আগুন নেভানোর কাজ চলে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা যায়। রাস্তাটি যথেষ্ট জনবহুল এবং আশপাশের বাড়িগুলিতে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। রাস্তায় সারিবদ্ধ হয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতির মোকাবিলায় বৈষ্ণবঘাটা থেকে পাটুলি পর্যন্ত রাস্তায় যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়। এর জেরে বাইপাসের উপরও যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা।

শিলিগুড়িতে করোনায় সংক্রমিত শিশু

শিলিগুড়ি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্টের হানা নিয়ে দেশজুড়ে হইচই শুরু হয়েছে। এরই মাঝে শিলিগুড়িতে নতুন করে এক শিশুর করোনা সংক্রমণের খবর মিলেছে।

শনিবার পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে খবর, পজিটিভ রিপোর্ট আসার পরই শিশুটিকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাতেই তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। তবে, শিশুটি সাম্প্রতিক সময়ে বাইরে কোথাও না যাওয়ায় এই নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই বলে স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে।

সন্ত্রাসবাদী তহবিল মামলায় চণ্ডীগড় এবং জম্মু ও কাশ্মীরে এনআইএ-র অভিযান

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) শনিবার সন্ত্রাসবাদী তহবিল মামলায় সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে চণ্ডীগড় এবং জম্মু ও কাশ্মীরে তল্লাশি চালাল।

শুক্রবার এনআইএ সন্ত্রাসবাদী তহবিল সংক্রান্ত একটি মামলার ক্ষেত্রে কাশ্মীর উপত্যকার বেশ কয়েকটি স্থানে অভিযান চালিয়েছিল। সেই সূত্র অনুসারে, এনআইএ তদন্তকারীরা এই মামলায় কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে ১৩ টি জায়গাতে অভিযান শুরু করে। দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার দুটি স্থানে অভিযান চালানো হয়েছে। সূত্রের খবর, পুলওয়ামার দারভাঙ্গা এলাকায় অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর মহম্মদ আহসান মীরের বাড়িতে অভিযান চালায় এনআইএ-র দল। পুলওয়ামা জেলার আওয়ান্তিপোরা এলাকায়ও একটি অভিযান চালানো হয়েছিল যেখানে আবদুল গনির ছেলে মুহাম্মদ ইমরান ওয়ানি এবং চরসু আওয়ান্তিপোরায় গুলজার আহমেদের ছেলে শিজান বেগের বাড়ি তল্লাশি চালান হয়েছিল।

জেলার কোভিড হাসপাতালে মহড়ার প্রস্তুতি, জোর তৎপরতা স্বাস্থ্য দফতরের

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : উৎসবের সপ্তাহে ওমিক্রনের উপপ্রজাতির হানাদারি আটকাতে শনিবারও কেন্দ্র-রাজ্য স্তরে বৈঠক করলেন স্বাস্থ্য কর্তারা। শনিবারই ভার্চুয়াল মাধ্যমে সেই বৈঠক হয়। এদিন সকালে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের কর্তা-আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। বৈঠকের ঘণ্টা দুয়েক পরই রাজ্যগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসে কেন্দ্র।

জানা গিয়েছে, আগামী মঙ্গলবার জেলার সব কোভিড হাসপাতালে বিশেষ মহড়া হবে। তার কার্যপ্রণালী নিয়েই রাজ্যগুলির সঙ্গে বৈঠক হয় কেন্দ্রের। এর আগে কোভিড পরিস্থিতিতে যা যা খামতি রয়ে গিয়েছিল, তা যাতে এবার না থাকে, সে সব খতিয়ে দেখা হবে। ভাইরাস রুখতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা জরুরি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। শুক্রবারই রাজ্যগুলিকে এ বিষয়ে বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। রাজ্যগুলিকে মূলত চারটি বিষয়ের উপর জোর দিতে বলেছেন মনসুখ মাণ্ডব্য। নমুনা পরীক্ষা, ট্র্যাকিং, চিকিৎসা ও টিকাকরণে তৎপরতার কথা বলা হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতি এবং তার জন্য রাজ্যের কী প্রস্তুতি, তা নিয়ে সব রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মাণ্ডব্য। এছাড়াও মাস্ক পরা, হাত স্যানিটাইজ করা, শারীরিক দূরত্ববিধি মেনে চলার মতো প্রাথমিক বিষয়গুলি মেনে চলতে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত,দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যার নিরিখে নতুন সাব ভ্যারিয়েন্ট বিএফ-৭ নিয়ে এ রাজ্যে এখনও পর্যন্ত উদ্বেগের কিছু নেই। তবে তাই বলে গা ছাড়া মনোভাব দেখানোরও যে সুযোগ নেই সে কথাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

বড়দিনের উৎসবে মাতাল উত্তরপূর্বের মিনি স্যুইজারল্যান্ড ডিমা হাসাও জেলা

হাফলং (অসম), ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : কন কনে ঠাণ্ডা। এরই মধ্যে বড়দিন উৎসবে মেতে উঠেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মিনি স্যুইজারল্যান্ড ডিমা হাসাও জেলা। রাত পোহালেই খুশির খ্রিসমাস। তাই অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলায় বড়দিন পালন ইতিমধ্যেই মহাধুমধামে শুরু হয়ে গেছে।

সমগ্র পাহাড়ি জেলায় চলছে প্রাক-ক্রিসমাস উদযাপন। শান্তাক্লোজ নিয়ে শহরে চলছে শোভাযাত্রা ও ক্যারল। শহরের চার্চগুলিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রার্থনা।

এদিকে, বড়দিন উপলক্ষ্যে শৈলশহরের বিভিন্ন চার্চে বিভিন্ন রকমারি আলোকসজ্জা, ক্রিসমাস ট্রি, ক্রিসমাস স্টার দিয়ে আলোকিত করে তোলা হয়েছে। শহরের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বাড়িঘর আলোর রশ্মিতে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। চলছে বাড়ি বাড়ি রকমারি সুস্বাদু খাবার ও কেক তৈরির কাজ।

এর মধ্যেই আজ ২৪ ডিসেম্বর ক্রিসমাস-ইভ উদযাপন শুরু করেছেন খিস্টধর্মাবহলম্বীরা। শনিবার রাত ১২টার পরই শহরের চার্চগুলিতে অনুষ্ঠিত হবে বড়দিনের প্রার্থনা সভা।

অন্যদিকে বড়দিনকে সামনে রেখে বাজারে কেনাকাটাও বেশ জমে উঠেছে। নতুন কাপড় ও শীতবস্ত্রের দোকানে এখন বেজায় ভিড়। তাছাড়া ক্রিসমাস কেকের চাহিদাও বাজারে বেশি।

এদিকে বড়দিনের উৎসবের আমেজ নিতে আগামীকাল ২৫ ডিসেম্বর থেকে গুঞ্জুঙে তিনদিন ব্যাপী শুরু যাচ্ছে জুডিমা উৎসব। জুডিমা উৎসব এবং কনকনে শীতে ছুটি কাটাতে আজ শনিবার থেকে পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে। হোটেল, অতিথিশালা, হোম স্টে, সবই প্রায় বুকিং হয়ে গেছে। কারণ পাহাড়ে উৎসবের আনন্দ অন্যরকম।

ডিমা হাসাও জেলায় ১৯টি জাতি-জনগোষ্ঠীর বসবাস। সব জাতি-জনগোষ্ঠীর পৃথক পৃথক উৎসব রয়েছে, রয়েছে পৃথক পৃথক কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। বৈচিত্র্যের মধ্যে যে একতা তা প্রমাণ করে প্রতিটি জাতি-জনগোষ্ঠী একে অন্যের উৎসবে শামিল হওয়ার ঘটনায়।

সিকিমের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাঁকুড়ার এক ভারতীয় জওয়ানের

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): শুক্রবার সিকিমের লাচেনের জেমাতে খাদে পড়ে যায় ভারতীয় সেনা জওয়ানদের গাড়ি। সেই পথ দুর্ঘটনায় ১৬ জন ভারতীয় সেনার মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছে বাঁকুড়ার এক সেনা জওয়ান। এই খবর আসার পরই শোকস্তব্ধ পরিবার থেকে গ্রামবাসীরা। মৃত ওই জওয়ানের নাম গোপীনাথ মাকুড়। তিনি বাঁকুড়ার ভালুকা গ্রামের বাসিন্দা। চলতি বছরের আগষ্ট মাসে শেষ দুমাসের ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেছিলেন গোপীনাথ। আগামী বছর মার্চ মাসে এসে নতুন তৈরি হওয়া বাড়ির গৃহপ্রবেশের কথাও জানিয়েছিলেন তিনি। শুক্রবার বিকেলেই সেই সেনা জওয়ানের মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছয় গ্রামের বাড়িতে। তারপর থেকেই কার্য্যত শোকস্তব্ধ গোটা পরিবার। আজ শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরবে কফিনবন্দি সেনা জওয়ানের দেহ। তারই অপেক্ষায় পরিবার। শুক্রবার দুর্ঘটনার খবর দেখার পর থেকেই উৎকন্ঠা বাড়ছিল গোপীনাথের বাড়িতে। বারবার তাঁকে ফোন করেও পাওয়া যায়নি। গতকাল সন্ধ্যায় পরিবারকে ফোনে জানানো হয় ওই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গোপীনাথের মৃত্যু হয়েছে। এরপর থেকেই কার্য্যত কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তাঁর স্ত্রী ও ১১ বছরের একমাত্র ছেলে ও বাবা-মা।

চারু মার্কেটের বন্ধ বেকারিতে আগুন

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : শনিবার সকালে চারু মার্কেটের বন্ধ বেকারিতে হঠাৎ আগুন লাগে। দমকল সূত্রে জানা গেছে, ভোর ৩টার দিকে আগুন লাগে। আগুনে বেকারি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিন ঘটনার সময় ভেতরে কেউ ছিল না তাই কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আগুনে বেকারিটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। গত দুই বছর ধরে এই কারখানাটি বন্ধ ছিল। তবে কীভাবে আগুন লাগল তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, এর আগে শুক্রবার রাতে কলকাতার বড়বাজারে একটি কাপড়ের দোকানে আগুন লাগে। বড়বাজারের রাধামাধব মন্দিরের তৃতীয় তলায় আগুন লাগে। ওই কাপড়ের দোকানের এসি মেশিন থেকে প্রথমে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। এরপরই দোকান থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে। দমকলের চারটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ফিজির নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন সিতিভনি রাবুকা

সুবা(ফিজি), ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): সিতিভেনি রাবুকা ফিজির নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। শনিবার দেশের পার্লামেন্ট এই ঘোষণা করেছে। ২০২১ সালে গঠিত রাবুকা ফিজির একটি রাজনৈতিক দল পিপলস অ্যালায়েন্সের নেতা। পার্লামেন্টের ফ্লোরে রাবুকা ২৮ ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন, যেখানে ফিজির প্রথম নেতা ভোরেকে বাইনিমারামা ২৭ ভোট পেয়েছেন।

ফিজিয়ার পার্লামেন্টের নব-নির্বাচিত স্পিকার নাইকামা লালাবালাভু এই ঘোষণা করেছেন।

ফিজির সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লিবারেল পার্টি শুক্রবার রাবুকার পিপলস অ্যালায়েন্স এবং ন্যাশনাল ফেডারেশন পার্টির সাথে যোগ দিয়েছে। জোট গঠনের পর রাবুকা বিজয় অর্জন করেন। ১৬ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতোফিজিয়ানরা নতুন প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

দুর্ঘটনায় আহত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর জায়াকে দেখতে যান কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল।

আজ জিরানিয়ার অগ্নিবীণা হলঘরে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েত ও জিরানিয়া পঞ্চায়েত সমিতির অধীন বিভিন্ন এলাকার গরিব অংশের মানুষদের মধ্যে জমির স্বত্ব সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি তোলে দেন তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

মৌমাছির আক্রমণে গুরুতর আহত এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। কাজ সেরে সিধাই মোহনপুর নিজ বাড়ি ফেরার পথে খয়েরপুর মেঘলি পাড়া চা বাগান এলাকায় মৌমাছির আক্রমণে গুরুতর আহত হন অভিজিৎ তাঁতি নামে ৩০ বছর বয়সী এক যুবক। পরে আহত যুবক ফোনের মাধ্যমে তার বাবাকে বিষয়টি জানান। এরই মধ্যে তার পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে এসে দমকল কর্মীদের খবর দেন। দমকলের কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত যুবক। সে জানে মধু পোকা তাকে কামড়ানোর পর সে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। রাজ্যের জেলা হাসপাতালগুলিতে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। সরকারের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে রাজ্যবাসীকে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করা। আজ সন্ধ্যায় আগরতলার গোলাব বাগানে অবস্টেকট্রি' এণ্ড গাইনোকোলজিক্যাল সোসাইটির ৩৬তম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, আগে সরকারের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে দাবী করতে হতো। এখন দাবী করার আগেই চিকিৎসকদের প্রমোশন ও ত্রিপুরা হেলথ সার্ভিস রুলস সংশোধন করা হয়েছে।

সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের সেবা করা। আগে এ রাজ্য থেকে অনেক রেফার হতো। এখন রেফার অনেকটাই কমে গেছে। তিনি বলেন, ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসক হওয়ার ফলে তিনি রাজ্যের চিকিৎসকদের সুবিধা, অসুবিধা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তিনি বলেন, কোভিডের সময় ীরোগ বিশেষ'রা প্রচণ্ড ঝঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের ভূমিকা ছিল মারাত্মক। রোগীদের সমস্যা সমাধানের মোকাবিলা করার চেষ্টা থাকতে হবে চিকিৎসকদের। রোগীর কাছে চিকিৎসকরাই হচ্ছেন ভগবান তুল্য।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ঠ ী ও প্রসূতি রোগ বিশেষ' ডা. দেবজ্যোতি করকে সম্মাননা 'াপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির বক্তব্য রখেন বিধায়ক ডাক্তার দিলীপ দাস। সম্মেলন উপলক্ষে একটি মরণিকাও প্রকাশিত হয়। স্বাগত ভাষণ রাখেন সম্মেলনের আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান ডা. বাপ্পাদিত্য সোম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আগরতলা অবস্টেকট্রি' এণ্ড গাইনোকোলজি সোসাইটির চেয়ারম্যান ডা. মঙ্গল মানিক দেববর্মা।

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। আগরতলা স্টুডেন্ট হেলথ হোমে ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের রাজ্য সম্মেলন শনিবার অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাংক বেসরকারিকরণের নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাংক বেসরকারিকরণ এর প্রতিবাদে শনিবার আগরতলায় স্টুডেন্ট হেলথ হোমে ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শুরুতেই বিগত দিনগুলিতে যেসব ব্যাংক কর্মী প্রয়াত হয়েছেন এবং কোভিড পরিস্থিতিতে যেসব ব্যাংক কর্মী সাংবাদিক চিকিৎসা কর্মী ও নিরাপত্তাকর্মী প্রাণ হারিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সম্মেলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দুটি ব্যাংক বেসরকারীকরণের প্রস্তাব করেছেন। এর বিরুদ্ধে ব্যাংক কর্মচারীদের সংগঠনগুলো যৌথভাবে বিগত বছর ৭৮ টি ধর্মঘট সংঘটিত করেছে। আগামী পহেলা ফেব্রুয়ারি অর্থমন্ত্রী কেন্দ্রীয় বাজেট প্রস্তাব পেশ করবেন। এবারের বাজেট প্রস্তাব বেশ কালে অর্থমন্ত্রী ব্যাংক বেসরকারিকরণের কোন প্রস্তাব করেন কিনা সেদিকে নজর রেখে চলেছে সংগঠন। কেন্দ্রীয় সরকার এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে বলে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন। তারা বলেন নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির ফলে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতার ভাবনা নিয়ে জীবনে এগিয়ে যেতে হবে ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। ছাত্রছাত্রীদের বাস্তবিক অর্থেই ভালো মানুষ হতে হবে। সবাই মেধাবী হতে পারে না। কিন্তু অধ্যবসায় ও নিয়মানুবর্তীতা ছাত্রছাত্রীদেরকে সাফল্য এনে দিতে পারে। আজ জিরানীয়ার চৌধুরী বাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২'র ১৭৮ জন ছাত্রীর মধ্যে বাইসাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে একথা বলেন তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে পড়াশুনার সুবিধার্থে নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের এই সাইকেল দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতার ভাবনা নিয়ে জীবনে এগিয়ে যেতে হবে। জীবনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে ঝুঁকি নিতে হবে। তবেই একজন ছাত্র বা ছাত্রী আগামীদিনে সমাজকে সঠিক পথ দেখাতে সক্ষম হবে। তিনি বলেন, জিরানীয়া মহকুমার দুটি বিদ্যালয়কে বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমান রাজ্য সরকার গুণগত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মকে বাস্তবিক অর্থেই দক্ষ নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী বলেন, আগামীদিনে চৌধুরী বাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া নগর প'ায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, ভাইস চেয়ারপার্সন রীতা দাস, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কুহেলি দেববর্মা প্রমুখ।

জাতীয় ভোক্তা দিবসে রেশনে সয়াবিন, ভোজ্য তেল ও গুঁড়ো মশলা দেওয়ার ঘোষণা খাদ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরায় রেশনে মিলবে সয়াবিন, ভোজ্য তেল ও গুড়ো মশলা। ধলাই জেলায় কমলপুর টাউন হলে জাতীয় ভোক্তা দিবসের অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা দিয়েছেন ত্রিপুরার খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। এদিন ওই অনুষ্ঠান কমলপুরের নগর পিতা প্রশান্ত সিনহার সভাপতিত্বে ধলাই জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অনাদি সরকার, ৪৬ সুরমার বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল, দুর্গাচৌমুহণী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন শম্পা দাস, সালেমা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সুজিত বিশ্বাস, কমলপুর নগরের ভাইস চেয়ারপার্সন সুব্রত মজুমদার, খাদ্য দফতরের বিশেষ সচিব, অধিকর্তা, অতিরিক্ত অধিকর্তা, ক্রেতা সুরক্ষা অ্যাসোর সভাপতি আইনজীবি অমৃতলাল সাহা সহ বিশিষ্টজনেদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব তথা আলোচনাচক্রে উদ্বোধকের বক্তব্যে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, ত্রিপুরা সরকার গণবন্টণ ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী ও ব্যাপক করার চেষ্টায় কাজ করে চলেছে। এর ফলে বিগত সরকারের আমলে বন্ধ করে দেওয়া চিনি ক্ষমতায় আসার পরই চালু করা হয়েছে। ধাপে ধাপে মসুর ডাল এবং চাপাতা নায্যমূল্যের দোকানে ভোক্তাদের সরবরাহ করা হচ্ছে। এখন থেকে নায্যমুল্যের দোকানে সয়াবিন, ভোজ্য তেল এবং গুঁড়ো মশলা সরবরাহ করা হবে।

এদিন তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, প্রতিটি পদক্ষেপে ক্রেতারা সচেতন হয়ে কেনাকাটা করবেন। তাঁর দাবি, প্রত্যেক ক্রেতাই ভোক্তা। এবং ক্রেতাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্যই জাতীয় ভোক্তা সুরক্ষা দিবস পালন করা হয়। এই কাজে ছাত্রছাত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করার অর্থ হলো আগামী প্রজন্মকে এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করা। কারণ ছাত্রছাত্রীরা খুব সহজে নিজের বন্ধু বান্ধব, পরিবার পরিজন এবং প্রতিবেশী ও পারিপার্শ্বিক সমাজকে সচেতন করে তুলতে পারবে।

এদিন স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রচুর ছাত্রছাত্রী এবং উৎসাহী যুব সম্প্রদায় ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে।

তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ৪০ নং বুথে বিজেপির জনসম্পর্ক অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। ঘর ঘর বিজেপি এই স্লোগানকে সামনে রেখে তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা কল্যাণী রায়ের উপস্থিতিতে ২৮ তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৪০ নং বুথে জনসম্পর্ক অভিযান সংগঠিত করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিধায়িকা কল্যাণী রায় সহ বিজেপি কর্মী সমর্থকরা সাধারন মানুষের সাথে কথা বলেন। বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর কি কি কাজ করা হয়েছে সেই বিষয়ে মানুষকে অবগত করা হয়। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের বিষয়েও সাধারন মানুষকে অবগত করা হয়। জন সম্পর্ক অভিযানে বেরিয়ে বিধায়িকা কল্যাণী রায় জানান জন সম্পর্ক অভিযানে মানুষের কাছ থেকে ব্যাপক সারা পাওয়া যাচ্ছে। তিনি আরও জানান সাধারন মানুষ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা সঠিক ভাবে পাচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে অবগত হয়েছেন এইদিন। এইদিনের জন সম্পর্ক অভিযানে বিধায়িকা কল্যাণী রায়ের সাথে এলাকার বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়।

কর্তব্যরত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু পুলিশকর্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। কর্তব্যরত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ত্রিপুরার এক পুলিশকর্মীর। মৃত পুলিশকর্মীর নাম নিশিকান্ত ত্রিপুরা। উত্তর ত্রিপুরা জেলান্তর্গত ধর্মনগরের নিকটবর্তী আনন্দবাজারের মাধুবন এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি।

ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল রাতে ত্রিপুরা পুলিশের কাঞ্চনপুর থানার অধীনে লালজুরি আউটপোস্টে। জানা গেছে, গতকাল রাতে কালী পুজা অনুষ্ঠিত হয় থানায়। এর পর মহাপ্রসাদ বিতরণ শেষে সেন্টি ডিউটিতে ছিলেন নিশিকান্ত ত্রিপুরা।

রাত ১২:৩০ নাগাদ হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন নিশিকান্ত। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা নিশিকান্ত ত্রিপুরাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন তিনি।

শনিপূজা উপলক্ষে কম্বল বিতরণ করলেন পুর কর্পোরেটর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। রামনগর যুবক বৃন্দের উদ্যোগে শনিবার বিজয় কুমার চৌমুহনী এলাকায় হনুমান পুজার আয়োজন করা হয়। এদিনের পুজাকে কেন্দ্র করে দারুন উন্মাদনা পরিলক্ষিত হয়। কর্পোরেটার অভিষেক দত্ত বলেন বিগত ২৫ বছর যাবত একটা কুসংস্কার ছিল। বর্তমান সরকার আসার পর যথাজথ ভাবে চেষ্টা চলছে পূজার্চনার সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার। তৃতীয় বছরে এই পূজার আয়োজন করা হয়। আগে রামনগর ৬ নং রোড এলাকায় এই পুজা করা হত। এই বছর স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। পুজোকে কেন্দ্র করে কম্বল বিতরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে উদ্যোগক্তারা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

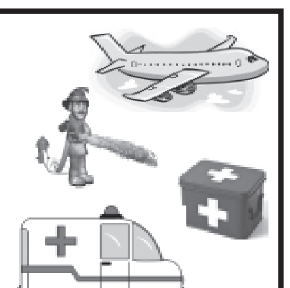

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পশ্চিম জেলার উন্নয়ন, সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণ বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয় জেলার উন্নয়ন, সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণ বৈঠক। দিশার এই বৈঠকে পৌরহিত্য করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। শনিবার পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয় জেলার উন্নয়ন, সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণ বৈঠক। দিশার এই বৈঠকে পৌরহিত্য করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব, পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, পশ্চিম জেলার অন্তর্গত বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ দিলিপ দাস, বিধায়িকা মিমি মজুমদার, পশ্চিম জেলার জেলা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, বিভিন্ন ব্লকের চেয়ারপার্সন সহ লাইম ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর দিশার বৈঠক করা হয়। এটা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ। ফ্ল্যাগশীপ পোগ্রাম গুলি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয় এই বৈঠকে। প্রতিটি দিশার বৈঠকের পর যে সমস্ত কাজের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয় তা ফলপ্রসু হচ্ছে বলে জানান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। জেলায় আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কৃষি এবং জলসেচ দপ্তর বেশ কিছু এলাকা ঘুরে দেখবেন। যে সমস্ত এলাকায় জলসেচের প্রয়োজন রয়েছে তাকে চিহ্নিত করে গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে দ্রুত ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

সিপিএম ও কংগ্রেস

● **প্রথম পাতার পর**

বিষয়টি তিনি সরাসরি উড়িয়ে দেননি।

তাঁর কথায়, তিপরা মথা এডিসি দখল করেছে ঠিকই। কিন্তু, তিপরা মথাকে বিজেপির কাছে আসতেই হবে। তাঁর দাবি, জনজাতিদের জন্য কাজ করছেন একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাই, বিজেপির কাছে যাওয়া ছাড়া তিপরা মথার অন্য কোন রাস্তা খোলা নেই।

তাঁর মতে, বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি একাই ৬০টি আসনে জয়ী হবে। তবে, পরিস্থিতি বদলালে বিজেপি ৪০ থেকে ৪৫টি আসনে নিশ্চিত জয়ী হবে। সেক্ষেত্রে ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় আসন বাড়বে বিজেপির।

বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে ঝেড়ে কাসেননি বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, দলের একজন সাধারণ কার্যকর্তা হিসেবে পরিচিতি আমার। দলের প্রার্থী বাছাইয়ের সমস্ত অধিকার সংসদীয় কমিটির রয়েছে। সেক্ষেত্রে এ-বিষয়ে দলের হাই কমান্ড সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত নেবে।তাঁর বক্তব্য, দলের নির্দেশে ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে বনমালিপুর কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছি। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর দলের নির্দেশেই মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছি। এখন দলের নির্দেশেই মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বর্তমানে সাংসদের দায়িত্ব পালন করছি।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

পড়েছে যদিও ঘটনা সম্পর্কে কোন প্রকারের তথ্য জানা যায়নি, তবে অনুমান অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলেই এই প্রৌঢ় ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এ ব্যাপারে নিজের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় কল্যাণপুর থানার পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে, তবে কল্যাণপুর পুলিশও ধারণা করছে হয়তোবা অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলেই এই মৃত্যু হতে পারে, যদিও ময়না তদন্তের রিপোর্ট বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত পুলিশ এই মৃত্যুর ব্যাপারে তেমন কিছু বলতে পারছে না।

এদিকে, ফাঁসিতে আত্মহত্যা করল এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম অমিত কুমার সিংহ। বয়স ৩৭ বছর। ঘটনা বিশালগড়ের ডাকার বাড়ি সংলগ্ন এলাকায়।

মৃত ব্যক্তির ছোট ভাই জানায় সম্প্রতি অমিত কুমার সিংহ পরিবারের লোকজনদের জানায় সে বিয়ে করবে। এক যুবতীর সাথে তার প্রণয় ঘটিত সম্পর্ক চলছিল। সম্প্রতি তাদের মধ্যে কি হয়েছে কেউই জানে না। এরই মধ্যে শনিবার নিজ বাড়ির অদূরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে অমিত কুমার সিংহ। পরবর্তী সময় বাড়ির লোকজন ঘটনা প্রত্যক্ষ করে পুলিসকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা হাতে নিয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

চড়িলামে

● **প্রথম পাতার পর**

লোকেরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যায়। দূর্ঘটনায় বাইকটি দুমরে মুচড়ে যায়, তাছাড়া বাইক আরোহীর মাথায় হেলমেট না থাকায় আঘাত আরো গুরুতর হয়। আহতদের মধ্যে একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতাল থেকে জিবি তে রেফার করা হয়। সংবাদ লেখা পর্যন্ত আহতদের নাম জানা যায় নি। তবে এরা তিনজনই উপজাতি যুবক,বয়স কুড়ির কাছাকাছি। এদের বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ পাথালিয়া ঘাট এলাকায়।

অনেকেই

● **প্রথম পাতার পর**

কর্মী। আহতদের বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসার পর প্রাথমিক চিকিৎসার পর সুবল ত্রিপুরার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কর্তব্যরত চিকিৎসক আগরতলা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেয়।

তেলিয়ামুড়ায় সিপিএমের মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। সংবিধান রক্ষা, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার সহ জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যার সমাধানের দাবি নিয়ে শনিবার তেলিয়ামুড়া শহরে মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব নির্ধারিত সুচি অনুযায়ী সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া অঞ্চল কমিটির আহ্বানে শনিবার তেলিয়ামুড়ার সিপিআইএমের কার্যালয়ের সামনে থেকে এক মিছিল শুরু হয়ে শিশু বিহার চৌমুহনী ভায়া করইলং স্কুল চৌমুহনিতে এসে এক সভা সংঘটিত হয়। এই সভায় প্রাক্তন বিধায়িকা গৌরী দাসের সভাপতিত্বে আলোচনা করেন সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া মহকুমা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সুবীর সেন। সুবীর সেন বলেন, গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে সাথে তেলিয়ামুড়াতেও দীর্ঘ প্রায় ৫৭ মাসের জোট শাসনে গণতন্ত্রের টুটি চেপে ধরা হয়েছে। বিরোধী দলের উপর প্রতিনিয়ত আক্রমণ সংঘটিত করা সহ মানুষের নৈতিক অধিকার, কথা বলার অধিকার ভূলুণ্ঠিত বলে সুবীর সেন দাবি করেন। দিনের পর দিন রাজনৈতিক সন্ত্রাসের মাধ্যমে মানুষের উপর বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়েছে বলে করইলং স্কুল চৌমুহনীতে আয়োজিত সভায় দাবি করেন সিপিআইএম নেতা সুবীর সেন। শ্রী সেন অনেকটা হুশিয়ারি দিয়ে বলেন আর নয়, অনেক হয়েছে। এখন থেকে যখনই আক্রমণ করা হবে প্রতি আক্রমণের জন্য বাম যুবকর্মী সহ কর্মী সমর্থকরা তৈরি রয়েছেন বলে করইলং স্কুল চৌমুহনী থেকে প্রকাশ্যে হুশিয়ারি দেন এই বাম নেতা।

এগিয়ে চলো সংঘের উদ্যোগ শিশু মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। প্রত্যেকটি শিশুই কিছু প্রতিভা নিয়ে জন্মায়। শিশুদের সেই অর্ন্তনিহিত প্রতিভাকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে অভিভাবক সহ সমাজের সকল নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। আজ আগরতলার এগিয়ে চলো সংঘ আয়োজিত ৩৪তম শিশু মেলা-২০২২'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। তিনি বলেন, অভিভাবকদের নিজস্ব চাহিদা শিশুদের উপর চাপিয়ে দিলে শিশুদের প্রক'ত বিকাশ বিঘিত হতে পারে। তাই কোনও অবস্থাতেই শিশুদের উপর যাতে কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি না হয় সেই দিকে অভিভাবকদের সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিশুদের সর্বোত্তম জায়গায় শিক্ষা গ্রহণের উপর অভিভাবকদের বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। এই সর্বোত্তম জায়গায় শিক্ষার মাধ্যমেই অভিভাবকরা তাদের শিশুটি কোন বিষয়ে আগ্রহী তার একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাবে যা শিশুর সঠিক পরিচালনায় সহায়ক হবে। মুখ্যমন্ত্রী এগিয়ে চলো সংঘের এই শিশু মেলা অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের কর্পোরেটর জাহ্নবী দাস চৌধুরী বলেন, ছেলেমেয়েরা বর্তমানে মোবাইলের প্রতি আশক্ত হয়ে পড়ছে। এ থেকে উত্তরনের জন্য এ ধরণের শিশু মেলা আয়োজন একান্ত প্রয়োজন। ছেলেমেয়েদের সাংস্ক'তিক কর্মসূচি, খেলাধুলা সহ বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে জড়িয়ে রাখার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তপন লোধ ও এগিয়ে চলো সংঘের সাধারণ সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিশুমেলার আহ্বায়ক ঝলক দে। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন এগিয়ে চলো সংঘের সভাপতি চ'ল নন্দী। অনুষ্ঠানে এগিয়ে চলো সংঘের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট শিশু ক্রীড়াবিদ মৃন্ময়ী সূত্রধরকে ক্রীড়া ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য ৫ হাজার টাকা আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা মৃন্ময়ী সূত্রধরের হাতে এই আর্থিক পুরস্কার তুলে দেন। উল্লেখ্য, এগিয়ে চলো সংঘ আয়োজিত এই শিশুমেলা আগামী ২ জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত চলবে।

জাতীয় দন্ত চিকিৎসক দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। জাতীয় দন্ত চিকিৎসক দিবসে দন্ত চিকিৎসকদের মানুষের জন্য দায়িত্ববোধ নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবের অডিটোরিয়ামে জাতীয় দন্ত চিকিৎসক দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের দন্ত চিকিৎসকরা ভালো কাজ করছেন। ভালো কাজ করলে যেমন প্রশংসা পাওয়া যেতে পারে তেমনি নিন্দকেরা সমালোচনাও করে থাকে। রাজ্যে ডেন্টাল কলেজ স্থাপন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এমন কিছু কাজ করে যেতে চাই যা আগামী প্রজন্ম মনে রাখবে। কলেজ স্থাপন করেছি এটা দায়িত্ব হিসেবে। প্রশংসার জন্য কাজ করিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের ইতিহাস জানা আছে, বর্তমানকেও জানি তাই ভবিষ্যতের জন্য কিছু কাজ করে যেতে চাই।

উল্লেখ্য, প্রতি বছর ২৪ ডিসেম্বর বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক তথা ডা. রফি আহমেদের জন্মদিনটি জাতীয় দন্ত চিকিৎসক দিবস হিসেবে পালিত হয়। আজ এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা ডা. রফি আহমেদের প্রতিক'তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। জাতীয় দন্ত চিকিৎসক দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক ডা. সৈয়দ মোয়াজ্জেন আলিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এছাড়া অল ইণ্ডিয়া স্পোর্টস ডেন্টাল সামিটে ত্রিপুরার প্রতিনিধিত্বকারী পুরস্কার প্রাপকদের সম্মানিত করা হয়। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইণ্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের ত্রিপুরা রাজ্য শাখার সভাপতি ডা. সমীর র'ন দত্ত চৌধুরী, সংগঠনের সম্পাদক ডা. সজল নাথ এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের উপঅধিকর্তা ডা. রাজেশ আনন্দ আচারিয়া।

াঙ্গন

শিমোগায় কাল হিমাচল ম্যাচের জন্য প্রস্তুত ত্রিপুরা : দলে আরো ৫ ক্রিকেটার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। আগামীকাল শেষ প্রস্তুতি সেরে নেবে ত্রিপুরার মেয়েরা। শিমোগায় সোমবার ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ হিমাচল প্রদেশ। অনূর্ধ ১৫ বালিকাদের জাতীয় ক্রিকেটে। বি সি সি আইয়ের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো হচ্ছে ওই আসর। তাতে ত্রিপুরাকে নেতৃত্ব দেবে অস্মিতা দেবনাথ। ডেপুটি হিসেবে রয়েছে তানিয়া দেব। মাত্র ১৩ জন ক্রিকেটার নিয়ে ওই আসরে খেলতে গেছে ত্রিপুরা। শেষ সময়ে বোন টেস্টে ৫ ক্রিকেটার বাদ পড়ায় সমস্যায় পড়তে হয়েছে ত্রিপুরাকে। ফলে বাধ্য হয়েই ১৩ সদস্যের দল পাঠিয়েছে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা। শনিবার শিমোগার জে এন এন কলেজ মাঠে সকালে অনুশীলন করে ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। ওই মাঠেই হবে ত্রিপুরার প্রথম ম্যাচ।

এদিন প্রায় আড়াই ঘন্টা অনুশীলন করে অর্পিতা-রা। আসরে সাফল্য পেতে জোড় প্রস্তুতি চলছে ত্রিপুরা দলের। ফলে প্রথমবারের মতো আসরে দলে জায়গা পাওয়া প্রতিটি ক্রিকেটার এবং সাপোর্টিং স্টাফদের কাছে ওই আসরের গুরুত্ব অপরিসীম। কোচ পীয়ুষ দেব ওই আসরকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছেন বলে জানান। এদিন অনুশীলন শেষে টেলিফোনে বলেন, 'বিরাট কোনও প্রত্যাশা নেই। তবে এতটুকু বলতে পারি মেয়েরা শেষ বল পর্যন্ত লড়াই করবে। কোনও দলকেই সহজে জয় পেতে দেবে না'। রাজ্য দলের দ্বিতীয় ম্যাচ বেঙ্গলের বিরুদ্ধে, ২৮ ডিসেম্বর। তৃতীয় ম্যাচ উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে, ৩০ ডিসেম্বর। চতুর্থ ম্যাচ বিদর্ভের বিরুদ্ধে, ১ জানুয়ারি এবং পঞ্চম তথা গ্রুপ লীগের অন্তিম ম্যাচ তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে, ৩ জানুয়ারি। ত্রিপুরা দলের ক্রিকেটাররা হলো: অশ্মিতা দেবনাথ, তানিয়া দেব, অঙ্কিতা তাঁতি উড়িয়া, রিফু দেববর্মা, অনিতা নোয়াতিয়া, অর্পিতা দত্ত, অর্পিতা দেবনাথ, অস্মিতা দাস, দেবী সেন, গিয়া মন্ডল, মৌমিতা সাহা, স্নিধা সরকার ও সোহাদ্রিতা দেব। সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে রয়েছেন ম্যানেজার নিবেদিতা দে, কোচ পীযূষ দেব, ট্রেইনার বাপী বিশ্বাস, ফিজিওথেরাপিস্ট মিষ্টি দেব ও অবজারভার সুজয়িতা রায়।

উল্লেখ্য, বিসিসিআই থেকে সবুজ সংকেত পেয়ে ত্রিপুরা ক্রিকেটে এসোসিয়েশন অনূর্ধ ১৫ বালিকাদের রাজ্য দলে আরও পাঁচজন ক্রিকেটারকে অন্তর্ভুক্তি করতে যাচ্ছে। তারা হলো অদিতি ঘোষ, দেবশ্রীতা চৌধুরী, ভূমিকা নায়েক, নন্দিতা কর ও স্নিগ্ধা দাস। আগামীকাল বেলা ১টায় তাদের মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে কোচ নারায়ণ চন্দ্র দেব-এর কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। সরাসরি বিমানে তাদেরকে ব্যাঙ্গালোরে নেওয়া হবে। সেখান থেকে সড়ক পথে শিমোগায়ে পৌঁছে রাজ্য দলে সংযুক্ত করা হবে।

শান্তিরবাজারে অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেট জয় দিয়ে শুরু বাইখোড়াও

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত জয় বাইখোড়া স্কুল দলের। শান্তির বাজার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ ছোটদের ক্রিকেটে ভাইখোড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল দল আজ দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। হারিয়েছে জোলাইবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণি স্কুলকে ৭ উইকেট এর ব্যবধানে।

গ্রুপ লিগে বাইখোড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের এটি প্রথম ম্যাচ। চরকবাই স্কুল মাঠে শনিবারে অনুষ্ঠিত খেলায় টস জিতে জোলাইবাড়ি স্কুল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ২৬ ওভার ৫ বল খেলে তারা ১১৮ রান সংগ্রহ করলে, বাইখোড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ১১ ওভার তিন বল খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী বাইখোড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পক্ষে অধিনায়ক দ্বীপায়ন রায় দুর্দান্ত খেলেছে। তেত্রিশ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও সাতটি ওভার বাউন্ডারি মেরে অপরাজিত ভূমিকায় সর্বাধিক ৭১ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ী করে তোলার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও জিতে নেয়। বোলিংয়েও দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছিল ৪১ রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে।

স্টার্স-কে হারিয়ে টাইটানস-এর চমক প্রত্যাশিত জয় ওয়েস্ট স্ট্রাইকার্সদেরম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। উদ্বোধনী ম্যাচে দুর্দান্ত জয় টাইটান্স-এর। স্টার্স-কে হারিয়ে চমক তৈরি করেছে টাইটান্স। উদ্বোধনী ম্যাচে জয় পেলো ওয়েস্ট ত্রিপুরা টাইটান্স। ৩৪ রানে পরাজিত করলো সিপাহীজলা স্টার্স-কে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত উইমেন্স টি-২০ ক্রিকেটে। আই পি এলের ধাঁচে এবারই প্রথম শুরু হলো ওই আসর। লক্ষ্য, নতুন প্রতিভা বের করে আনা। মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে হচ্ছে টুর্নামেন্ট। উদ্বোধনী খেলায় ওয়েস্ট ত্রিপুরা টাইটান্সের গড়া ১০৮ রানের জবাবে সিপাহীজলা স্টার্স ৭৪ রান করতে সক্ষম হয়। শুক্রবার সকালে টসে জয়লাভ করে ওয়েস্ট ত্রিপুরা টাইটান্সকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান সিপাহীজলা স্টার্স-এর অধিনায়িকা। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ওয়েস্ট ত্রিপুরা টাইটান্স নির্ধারিত ১৫ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১০৮ রান করে। শুরুতেই ২ উইকেটের পতনের পর দলের হয়ে রুখে দাড়ান সুলক্ষ্মনা রায় এবং দলনায়িকা ঋজু সাহা। ওই জুটি প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। এবং দলকে ১০৮ রানে পৌঁছে দেন। সুলক্ষ্মণা ৫০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১ রানে এবং ঋজু ৩৫ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯ রানে অপরাজিত থেকে যান। সিপাহীজলা স্টারের পক্ষে নমিতা নাথ (১/২২) উইকেট পেয়েছেন। জবাবে খেলতে নেমে সিপাহীজলা স্টার নির্ধারিত ১৫ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৭৪ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে সুপ্রিয়া দাস ৩৫ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ এবং সুরভি রায় ১৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। ওয়েস্ট ত্রিপুরা টাইটান্সের পক্ষে তনুশ্রী সাহা (২/১২) এবং মাম্পি দেবনাথ (২/১২) সফল বোলার। ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন বিজয়ী দলের সুলক্ষ্মণা রায়।

জয়ী ওয়েস্ট ত্রিপুরা স্ট্রাইকার্স একই মাঠে বেলা সাড়ে বারোটায় লীগের দ্বিতীয় ম্যাচে প্রত্যাশিত জয় পেয়েছে স্ট্রাইকার্স, ওয়ারীয়র্স-কে হারিয়ে।

বল হাতে দুরন্ত হিরামণি গৌর। হিরামণির দুরন্ত বোলিংয়ে জয় পেলো ওয়েস্ট ত্রিপুরা স্ট্রাইকার্স। ৫৬ রানে পরাজিত করলো ধলাই ওয়ারিয়র্সকে। ম্যাচ শুরুতে ওয়েস্ট ত্রিপুরা স্ট্রাইকার্স টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ১২৫ রান করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে। দলের পক্ষে ওপেনার মৌচৈতি দেবনাথ ৪৬ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫, মামন রবি দাস ২৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ এবং রুম্পা সিনহা ২১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৩ রান। ধলাই ওয়ারিয়র্সের পক্ষে গঙ্গোত্রী ত্রিপুরা (২/১৫), সুইটি সিনহা (২/১৮) এবং প্রীয়াঙ্কা আচার্য (২/১৮) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে বিরামণি গৌরের বিধ্বংসী বোলিংয়ে মাত্র ৬৯ রানে গুটিয়ে যায় ধলাই ওয়ারিয়র্স। দলের পক্ষে দেবযানি দেব ৪১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২, অম্বিকা দেবনাথ ১৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং প্রীয়াঙ্কা আচার্য ১৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। ওয়েস্ট ত্রিপুরা স্ট্রাইকার্সের পক্ষে হিরামণি (৪/৯), মামন রবি দাস (২/৮) এবং রুম্পা সিনহা (২/১৩) সফল বোলার। ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন হিরামণি গৌর।

NOTICE INVITING e-TENDER

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO-32/EE/DWS/AGT-I1/2022-23, Dated- 21/12/2022

The Executive Engineer, DWS Division-II, Agartala, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-tender from the approved and eligible Contractors/Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ P&T/Other State PWD/Central & State Sector for the work as detailed below:

DNIeT No.	Name of work	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Bid Fee	CLASS OF BIDDER
1/CE/PWD(DWS)/2022-23	Water Supply arrangement at NIT, Agartala by way of constructing Ground Water Treatment Plant including construction of Deep Tube Wells, Ground Level Reservoirs , Raw Water Rising Main, Clear Water Rising Mains and other allied works etc. complete in all respect (Deposit Work)/S.H- Design, Supply & Construction of 0.55 MGD capacity Ground Water Treatment Plant including construction of Ground Level Reservoirs, Clear Water Rising Mains and other allied works etc. complete in all respect at NIT, Agartala under DWS Sub-Division, Jirania.	₹. 6,91,98,899.00	₹.13,83,978.00	365 days	₹ 10,000.00	Appropriate Class

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 21/12/22 at 18.00 hours.
Last date and Time for Document Downloading and Bidding- 11/01/23 up to 15.00 hours.
Date and Time for Opening of Bid- 11/01/23 upto 15.30 hours.
This detailed Press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in & as well as office of the undersigned at free of cost.
The bid can only be submitted after doloadling the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in

ICA/C-3818/22

For and owbehalf of the Governor of Tripura"
(Er. D. Dasgupta)
Executive Engineer
DWS Division, Agartala-II,
Agartala, West Tripura.

দিল্লিতে সন্তোষ ট্রফি ফুটবলে দিল্লিকে রুখে দিলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। শক্তিশালী দিল্লিকে রুখে দিলো ত্রিপুরা। গোলরক্ষক সন্দীপ রাই এর চওড়া হাত ধরে। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ৭৬ তম হিরো সন্তোষ ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতায়। আম্বেদকর স্টেডিযামে শুক্রবার আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক দিল্লির মুখোমুখি হয় ত্রিপুরা। ধারে এবং ভারে ত্রিপুরা থেকে স্বাগতিক দল কিছুটা এগিয়ে থাকলেও শেষ মিনিট পর্যন্ত লড়াই করার মানসিকতা রাজ্যদলকে পয়েন্ট এনে দিতে মূখ্য ভূমিকা নেয়। এদিন তিন কাঠির নীচে অপ্রতিরোধ্য ছিলেন শিলিগুড়ি থেকে আসা ত্রিপুরার গোলরক্ষক সন্দীপ রাই। কমকরে তিনটি অবধারিত গোল রুখে দিয়ে গোটা দলের অক্সিজেন বাড়ান। যা আসরের প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরাকে পয়েন্ট এনে দিতে সাহায্য করেন। খেলা শেষে দিল্লি থেকে টেলিফোনে ত্রিপুরার কোচ ডি কে প্রধান বলেন, 'বিপক্ষ দল আমাদের থেকে বেশী শক্তিশালী ছিলো। তারপরও আমাদের ছেলেরা নিজেদের সাধ্য অনুযায়ি দুরন্ত ফুটবল খেলেছে। বিশেষ করে গোলরক্ষক। এছাড়া রক্ষণভাগের ফুটবলাররাও যথেষ্ট ভালো খেলেছে। এদিনের পয়েন্ট পরের ম্যাচের আগে ছেলেদের মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে'।

ছোটদের ক্রিকেটে জয় দিয়ে শুরু মডার্ন, জিবি, প্রগতি প্লে সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। জয় দিয়ে সূচনা মডার্ন, জিবি এবং প্রগতি প্লে সেন্টারের। টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ছোটদের ক্রিকেটে শনিবারও তিন মাঠে তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। নরসিং করে পঞ্চায়েতে গ্রাউন্ডের খেলায় প্রগতি প্লে সেন্টার ৪৫ রানের ব্যবধানে এগিয়ে চলো সংঘকে পরাজিত করেছে। টস জিতে প্রগতি প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৩১ ওভার চার গোল খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে প্রগতি ১১৫ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অর্পণ ভট্টাচার্য সর্বাধিক ২৫ রান পায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে এগিয়ে চলো সংঘের ইনিংস শেষ হয় ৭০ রানে। সৈকত বৈশ্য সর্বাধিক ১৬ রান পায়। প্রগতির দেবপ্রিয় দে পাঁচ রানে ৪টি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। নীপকো মাঠে অনুষ্ঠিত দিনের অপার খেলায় মডার্ন প্লে সেন্টার ৯ উইকেটে বিশাল জয় পেয়েছে প্রতিপক্ষ তরুণ সংঘকে হারিয়ে। টস জিতে তরুণ সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ২৫ ওভার ১ বল খেলে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে সাতষট্টি রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সায়ন্তন রায় সর্বাধিক বাইশ রান পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মডার্ন প্লে সেন্টার ১২ ওভার ২ বল খেলে এক উইকেট হারিয়েই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। মডার্নের আবীর দাস বাইশ রান পায়। এছাড়া পঙ্কজ চৌধুরী আট রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত লীগের অপর খেলায়, জিবি প্লে সেন্টার ১২ রানে জয়ী হয়েছে।

হারিয়েছে এন এস আর সিসি কে। টস দিতে জিবি প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত ৪০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১৩৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে উদয়ন পাল ৩৫ রান পায়। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে এনএসআরসিসি ১২২ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। দলের পক্ষে সায়ন্তন পাল ৩০ এবং রাজদীপ পাল ২৬ রান পেলেও অন্যদের ব্যর্থতাই শেষ রক্ষা হয়নি। জিবি প্লে সেন্টারের ঋদ্ধিমান দাস ১৫ রানে তিনটি উইকেট পেয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছে।

অরুন ভৌমিক টেনিস আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।।৩য় বারের মতো আয়োজিত অরুন কান্তি ভৌমিক মেমোরিয়াল স্কুল টেনিস প্রতিযোগিতা আগামীকাল রবিবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মালঞ্চ নিবাস স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হবে আসর। ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে। ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায় এ খবর জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আসরকে ঘিরে প্রস্তুতি চূড়ান্ত। ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে এবারের আসরকে নিয়ে'। অংশগ্রহণকারী খেলোয়ারদের আগামীকাল সকাল ৯ টায় চীফ আম্পায়ার অরূপ রতন সাহার কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

উইমেন্স টি-২০ লিগে স্ট্রাইকার্সের জয় অব্যাহত : জয় দিয়ে সূচনার রাইডার্সেরও

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। স্ট্রাইকার্সদের জয়ের ধারা অব্যাহত। প্রথম ম্যাচের মতো দ্বিতীয় ম্যাচেও ওয়েস্ট ত্রিপুরা স্ট্রাইকার্স দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। হারিয়েছে সিপাহীজলা স্টার্সকে ৯১ রানের ব্যবধানে। শুক্রবার প্রথম ম্যাচে ৫৬ রানে ওয়ারিয়রসকে হারিয়েছিল। টিসিএ আয়োজিত ত্রিপুরা উইমেন্স টি-২০ লিগের দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে স্ট্রাইকার্সরা টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্ধারিত কুড়ি ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে ১৬৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে মৌচৈতি দেবনাথ এর অপরাজিত ৭৫ রান এবং তানিশা দাস এর চল্লিশ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। মৌচৈতি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের পুরস্কারও পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সিপাহীজলা স্টার্স ৮ উইকেটে ৭৫ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ওভার ফুরিয়ে যায়।

দলের পক্ষে ওপেনার সুপ্রিয়া দাস ১৫ ও নিকিতা দেবনাথ ২৫ রান পায়। অন্যদের ব্যাটিং ব্যর্থতায় সিপাহী জেলা স্টার্স প্রথম ম্যাচের মতো দ্বিতীয় ম্যাচেও হার স্বীকার করেছে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে টি-টোয়েন্টি লীগের দ্বিতীয় দিনের প্রথম ম্যাচে ইউনাইটেড নর্থ রাইডার্স ৫৭ রানের ব্যবধানে ইউনাইটেড সাউথ ব্লাস্টার্স-কে পরাজিত করেছে। টস জিতে ইউনাইটেড নর্থ রাইডার্স প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত কুড়ি ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১২৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে শিউলি চক্রবর্তী ৪৯, প্রিয়া ত্রিপুরার ২৩ রান উল্লেখযোগ্য। ইউনাইটেড সাউথ ব্লাস্টার্স-এর স্নিগ্ধা দাস ও অন্ত রানী নোয়াতিয়া ২টি করে উইকেট পেয়েছে। প্রত্যুত্তরে ইউনাইটেড সাউথ ব্লাস্টার্স ৯ উইকেট হারিয়ে ৭১ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ২০ ওভার শেষ হয়ে যায়। দলের পক্ষে ইন্দ্রানী জামাতিয়া সর্বাধিক ২১ রান পায়। শিউলি চক্রবর্তী ১৪ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরমেন্সের সুবাদে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব পায়।

জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব ও ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের রোমাঞ্চকর প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।।সাংবাদিক ক্রিকেটারদের বিজয়রথ ফের একবার থামানো হলো। এবারও সাফল্য পেয়েছে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক-এর ক্রিকেট টিম। প্রাকৃতিক বনায়নের সবুজে ঘেরা মাঠ ভোলাগিরি গ্রাউন্ডে উত্তেজনাপূর্ণ টি-২০ প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ ছিল সত্যিই উপভোগ্যকর। বেশ কটি ম্যাচে বিজয়ের রথে চেপে এগোনোর পর গ্রামীণ ব্যাংকের কাছে হেরে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবকে রানার্স ট্রফিতে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

পক্ষান্তরে শেষ বলে, ২ উইকেটে দুর্দান্ত জয় উপভোগ করেছে টিম ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক। বেলা সাড়ে দশটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জেআরসি-র অধিনায়ক অভিষেক দে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ২০ ওভার খেলে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৩৪ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে বাপন দাসের ৬৪ রান উল্লেখযোগ্য। বাপন সেরা ব্যাটসম্যানের পুরস্কারও পায়। সুব্রত দেবনাথ, দিব্যেন্দু দে, মেঘধন দেব, মিল্টন ধর, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, অভিষেক দেববর্মার ব্যাটে আরও কিছুটা রান যোগ হলে চ্যালেঞ্জিং স্কোর দাঁড় করানো যেতো।

টিম টিজিবি-র সুমন চৌহান, সুপ্রভ ভৌমিক, সুকান্ত ভৌমিক দুটি করে উইকেট পেয়েছে। প্রত্যুত্তরে ব্যাট করতে নেমে টিম টিজিবি রোমাঞ্চকর ভাবে অন্তিম বলে ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে সুকান্ত ভৌমিক সর্বাধিক অপরাজিত ভূমিকায় ৪৫ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ী করার পাশাপাশি ম্যান অব দ্যা ম্যাচের ট্রফিও জিতে নেয়।

জেআরসি-র বোলার অভিষেক দে, প্রসেনজিৎ সাহা ও জাকির হোসেন দুটি করে এবং অনির্বাণ দেব একটি উইকেট পেয়েছে। প্রসেনজিৎ পেয়েছে সেরা বোলারের পুরস্কার।

উল্লেখ্য, খেলা শেষে মাঠে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বিশেষ করে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজার (আইটি) তড়িৎলাল চক্রবর্তী, বিজয় রায়, জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, সচিব অভিষেক দে প্রমুখ খেলোয়াড়দের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দেন।

ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি সরযূ চক্রবর্তীও দীর্ঘক্ষণ মাঠে থেকে ম্যাচ উপভোগ করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন আম্পায়ার সুকান্ত সাহা ও সাগর সরকার। দুই দলের অধিনায়ক অভিষেক দে এবং শুভ্রদীপ ভৌমিক আগামী দিনেও এ ধরনের ম্যাচ আয়োজনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

অমরপুরে ক্রিকেটে জয়ী ইংলিশ মিডিয়াম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। বড় ব্যবধানে জয় পেলো অমরপুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। উদয়ন পালের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে। ১৩০ রানে পরাজিত করলো রাঙ্গামাটি স্কুলকে।

মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আযোজিত অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে। শনিবার চন্ডিবাড়ি স্কুল মাঠে অনুষ্টিত ম্যাচে অমরপুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৭১ রান করে। দলের পক্ষে উদয়ন পাল ১০০ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১, বিভোর সাহা ১৮ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ (অপ:) এবং সন্দীপ সরকার ৭৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৪৮ রান। রাঙ্গামাটি স্কুলের পক্ষে সঞ্জয় দাস, শায়ন দাস এবং রূপক দাস ২ টি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে খেলতে নেমে উদয়ন পালের (৩/৬) দুরন্ত বোলিংয়ে মাত্র ৪১ রানে গুটিয়ে যায় রাঙ্গামাটি স্কুল।দল সর্বোচ্চ ১৭ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। এছাড়া দলের পক্ষে নকুল দাস ২২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করে।

অমরপুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের উদয়ন ছাড়া আদিত্য সাহা, অবনিত সাহা এবং বিরাজ দেব দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভারতীয় বিদ্যাভবনে বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। রাজধানীর ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরে শণিবার এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্টানের সূচনা হয়। এর আগে মার্চপাস্টে অংশ নেয় ছাত্রছাত্রীরা। মশাল নিয়ে মাঠ প্রদক্ষিণ হয়। স্কুলের সঙ্গীত পরিবেশনের পর স্বাগত ভাষন দেন অধ্যক্ষা স্বপ্না সোম। পরে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সরকারের মুখ্য বন সংরক্ষক রামেশ্বর দাস, রাজ্য পুলিশের সহকারী আইজি কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী, ভবনসের চেয়ারম্যান দেবাশীষ চক্রবর্তী, অধিকর্তা জি ভি সুব্রামনিয়ান। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন প্রধাণ শিক্ষিকা পম্পি মজুমদার।

শান্তির দূত সাদা পায়রা উড়িয়ে দেন বিশেষ অতিথি ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সচিব সরযূ চক্রবর্তী ও টিসিএ''র সহ-সভাপতি তিমির চন্দ।

শপথ বাক্য পাঠ করে স্কুলের হেড গার্ল মৃত্তিকা ভট্টাচার্য। এই অনুষ্ঠানে ভবনসের ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সবশেষে যোগা প্রদর্শন, পিটি, ভারতীয়ম সহ নৃত্যানুষ্ঠান হয়। পরে বিভিন্ন বিভাগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয়।

পাঞ্জাব ম্যাচের জন্য রাজ্য রঞ্জি দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। পুনরায় ঘোষণা করা হয়েছে রঞ্জি ট্রফির ত্রিপুরা দলের খেলোয়াড়দের নাম। এবার তৃতীয় ম্যাচের জন্য। প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব। খেলা আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামে। শুরু ২৭ ডিসেম্বর থেকে। ঘরের মাঠে চার দিবসীয় ম্যাচের জন্য এবার সিলেকশন কমিটির সুপারিশ ক্রমে টিসিএ সচিব তাপস ঘোষ ১৫ সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য দলের খেলোয়ারদের নাম ঘোষণা করেছেন। তৃতীয় ম্যাচের জন্য রাজ্য রঞ্জি দলটি হলো: বিশাল ঘোষ, উদিয়ান বোস, বিক্রম কুমার দাস, সুদীপ চ্যাটার্জী, দীপক ক্ষৈত্রী, ঋদ্ধিমান সাহা (অধিনায়ক), রজত দে (সহ অধিনায়ক), অর্কপ্রভ সিনহা, মনিশঙ্কর মুরাসিং, অভিজিৎ সরকার, অজয় সরকার, শংকর পাল, পারভেজ সুলতান, শ্রীদাম পাল, শুভম ঘোষ। সাপোর্ট স্টাফের তালিকায় কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। সকল ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফদের আগামীকাল বেলা সাড়ে বারোটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

কেন্দ্রের হস্তক্ষেপে ত্রিপুরা শীঘ্রই সুফল কুড়াবে

ইন্দো-বাংলা অসম্পূর্ণ প্রকল্প দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য সংসদে সরব বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। ইন্দো-বাংলা সম্পর্ক আরও মজবুত করার প্রশ্নে একাধিক প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ প্রকল্পেই ত্রিপুরা দারুণভাবে উপকৃত হবে। কিন্তু, ওই সমস্ত প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে অনেকটা কাজ এখনো অসম্পূর্ণ রয়েছে। তাই, সংসদে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

আজ আগরতলায় সরকারি আবাসনে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, প্রত্যেক রাষ্ট্রের কাজের নিজস্ব প্রক্রিয়া রয়েছে। তবে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ইন্দো-বাংলা অসম্পূর্ণ কাজগুলি দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ জানাবে। তার সুফল অবশ্যই ত্রিপুরা কুড়াবে।

এদিন তিনি বলেন, করোনার প্রকোপের ফলে বর্ডার হাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর মেঘালয়ে সীমান্ত হাট চালু হলেও ত্রিপুরায় এখনো শুরু করা যায়নি। তাঁর কথায়, ইন্দো-বাংলা সীমান্ত হাটে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা দারুণভাবে উপকৃত হন। বাংলাদেশী পণ্যের তুলনায় ভারতীয় পণ্যের বিক্রি অধিক হয়। কিন্তু, ত্রিপুরায় সীমান্ত হাট চালু করার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের তরফে সবুজ সংকেত এখনো মিলেনি।

সাথে তিনি যোগ করেন, গত মার্চে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়ালি সাব্রুমে মৈত্রী সেতুর উদ্বোধন করেছিলেন। কিন্তু, বাংলাদেশের অংশে এখনো ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট নির্মাণ না হওয়ায় ওই সেতু ব্যাবহার করা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার দ্রুত আইসিপি নির্মাণ করলে ওই সেতু ব্যবহারে বাণিজ্যিক দিক দিয়ে ত্রিপুরা উপকৃত হবে। এদিকে, গোমতী নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির প্রশ্নে ড্রেজিং-র বিষয় নিয়েও বিপ্লব কুমার দেব চিন্তা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, নদীপথে পণ্যের আমদানিতে ত্রিপুরার ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন, সেই লক্ষ্যে দাউদকান্দি থেকে সোনামুড়া পর্যন্ত পরীক্ষামূলক পণ্য আমদানি করা হয়েছিল। এর পরই গোমতী নদীতে ড্রেজিং-এর জন্য ভারত সরকার প্রস্তাব দিয়েছিল এবং উদ্যোগ নিতে চেয়েছিল। কিন্তু, বাংলাদেশ সরকার নিজেরাই ওই ড্রেজিং-র কাজ করবেন বলে ভারত সরকারকে আশ্বাস দিয়েও এখনো কোন উদ্যোগ নেয়নি।

বিপ্লব কুমার দেবের দাবি, সংসদে সমস্ত বিষয় তুলে ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া সুযোগ কাজে লাগিয়ে সংসদে ত্রিপুরার বিষয় তুলে ধরেছি। তাঁর আশা, ভারত সরকার ওই সমস্ত বিষয় বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করবে। তিনি বলেন, প্রত্যেক দেশের কাজ করার নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। দুই দেশের কাজের পদ্ধতি নিয়ে কিছু বলা এখানে সম্ভব নয়। তবে, ভারত সরকার ওই সমস্ত কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ জানাবে এবং তাতে ত্রিপুরা সুফল কুড়াবে, দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন তিনি।

সম্প্রতি পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে আবাসনে ফিরে আসার পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের স্ত্রী পাঞ্চালি ভট্টাচার্যের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতে আবাসনে যান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

পাঞ্চালী ভট্টাচার্যের সাথে দেখা করে স্বাস্থ্যের খোঁজ নিলেন সাংসদ বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। দলীয় কর্মসূচী থেকে ফিরে আসার সময় গত ১৭ ডিসেম্বর দুর্ঘটনার কবলে পরেন বিরোধী দলনেতার সহধর্মিণী পাঞ্চালী ভট্টাচার্য। জিবি হাসপাতালে বেশকিছু দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় পাঞ্চালী ভট্টাচার্যকে। বর্তমানে তিনি বিরোধী দলনেতার সরকারি আবাসে রয়েছেন। শনিবার পাঞ্চালী ভট্টাচার্যকে দেখতে বিরোধী দলনেতার সরকারি আবাসে যান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। বিরোধী দলনেতার সরকারি আবাসে গিয়ে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব কথা বলেন মানিক সরকার ও পাঞ্চালী ভট্টাচার্যর সাথে। পাঞ্চালী ভট্টাচার্যর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে খোঁজখবর নেন।

আস্তাবলের ঘটনায় আহত সাংবাদিককে দেখতে হাসপাতালে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। আস্তাবলের ঘটনায় আহত সাংবাদিককে দেখতে হাসপাতালে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার রাতে আস্তাবল ময়দানের একটি অনুষ্ঠানের শেষদিকে সাংবাদিকদের জন্য নির্ধারিত অস্থায়ী প্রেস গ্যালারি ভেঙ্গে পড়ায় অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন কয়েকজন সংবাদকর্মী। আহতদের মধ্যে বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সংবাদকর্মী সুশীলা দেববর্মা। শনিবার হাসপাতালে গিয়ে এই আহত সংবাদকর্মীর চিকিৎসার বিষয়ে যাবতীয় খোঁজখবর নেন এবং কর্তব্যরত চিকিৎসকের সাথে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। পাশাপাশি, চিকিৎসা সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে সহায়তা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন তিনি। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে, মুখ্যমন্ত্রী জানান সুশীলার আঘাত তেমন সিরিয়াস না হলেও তাকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন চিকিৎসকরা। আশা করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন তিনি। এই ঘটনায় আহত হওয়া সকল সংবাদ কর্মীর দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন তিনি।

কলমচৌড়ায় ৫০ লক্ষ টাকার গাঁজা গাছ ধ্বংস করল নিরাপত্তাকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। আশাবাড়ি ধুপুরিয়াবান্দ এলাকায় বিএসএফ পুলিশের যৌথ অভিযানে ৮০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস। ২০১৮ সালে বিজেপি সমর্থিত রাজ্যে সরকার আসার পর গাঁজা চাষ কিছুটা হ্রাস পেলেও আবারো গজিয়ে উঠেছে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গাঁজা চাষ। সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন থানা এলাকাগুলিতে রমরমিয়ে গাজা উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরমধ্যে কলমচৌড়া থানাধীন বন দপ্তরের জায়গায় চা বাগানের ন্যায় বুক ফুলিয়ে গাঁজা চাষ করছে গাঁজা চাষিরা। বক্সনগর ব্লক অন্তর্গত আশাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুপুরিয়াবান্ধ ইট ভাট্টা সংলগ্ন এলাকায় গোপন খবরের ভিত্তিতে কলমচৌড়া থানার পুলিশ এবং আশাবাড়ি ও কামথানা বিওপির যৌথ উদ্যোগে এক গাজা বিরোধী অভিযান চালায়। গাঁজা বিরোধী অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৩টি প্লটে আশি হাজার উপযুক্ত গাজা গাছ ধ্বংস করে পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। জানা যায়, এতে আনুমানিক প্রায় এক কোটি ৫০ লক্ষ টাকার গাঁজা গাছ ধ্বংস হয়েছে বলে সূত্রের খবর। কলমচৌড়া থানার ওসি প্রশান্ত কুমার দে জানায়, যদি কোন কারোর কাছে অবৈধ গাজা বাগানের তথ্য থাকে তাহলে পুলিশ ও বিএসএফকে খবর দেওয়ার জন্য। রাজ্যকে নেশা মুক্ত ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে আগামী দিনেও আমাদের এই ধরনের নেশা বিরোধী অভিযান জারি থাকবে। তবে কে বা কারা ধ্বংস হওয়া গাঁজাগুলির মালিক এখনো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ধ্বংস হওয়া গাজাগুলির বাগান সম্পূর্ণ বন দপ্তরের বলে জানা যায়।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর ১১৯ তম শুভ আবির্ভাব দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার মহানাম অঙ্গনে দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মেয়র দীপক মজুমদার, কর্পোরেটার রত্না দত্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী সঞ্জয় সাহা সহ অন্যান্যরা। প্রধানমন্ত্রী মানুষের জন্য যেভাবে কাজ করেন তাতে মানুষ তাঁর উপর আস্থাশীল। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত দেশের ৮০ কোটি মানুষকে বিনামুল্যে রেশন প্রদানের ঘোষণা দেওয়া বড় বিষয়। এই সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডাঃ মানিক সাহা।

কংগ্রেসের মদতে বিগত পঁচিশ বছর ক্ষমতায় ছিল সিপিএম ঃ রাজীব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ ডিসেম্বর।। আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে শাসকদল বিজেপি দলীয় কর্মীদের উজ্জীবিত করতে ও নিজেদের ক্ষমতার জানান দিতে শনিবার বিকাল তিনটায় বিশালগড় মন্ডল অন্তর্গত লকডাউন বাজারে বিশালগড় মন্ডল তপশিলি জাতি মোর্চার উদ্যোগে এক জনসভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, প্রদেশ তপশিলি জাতি মোর্চার সভাপতি টুটন দাস, সিপাহীজলা জেলা উত্তরের সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক, বিশালগড় মন্ডলের মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব সহ বিশালগড় মন্ডলের তপশিলি জাতি মোর্চার সভাপতি উষা রঞ্জন দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় মন্ডলের অন্তর্গত তপশিলি জাতি মোর্চার জেলা, মন্ডল ও বুথ স্তরের সমস্ত কার্যকর্তাগণ। জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রদেশ সভাপতি বলেন কংগ্রেসের মদতে বিগত পঁচিশ বছর ক্ষমতায় ছিল সিপিএম। কংগ্রেস শুধু আইয়া পরতাছি বলে কর্মীদের মাঠে নামিয়ে দিত। কিন্তু নির্বাচনের গণণা শুরু হতেই কংগ্রেসের নেতারা সুইচ অফ করে অন্তরালে চলে যেতেন। কারন দিল্লিতে আগেই চুক্তি করে রাখতেন। এ রাজ্যটাকে উপহার হিসেবে সিপিএমকে দিয়ে দিতেন। এতে সাধারণ কংগ্রেস কর্মীরা ক্যাডারদের হাতে আক্রমনের শিকার হতেন। এখন আবার এই দুই অশুভ শক্তি বিজেপি সরকারের উন্নয়নকে স্তব্ধ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। রাজ্যের মানুষ এদের নেতৃত্বে বিগত দিনের কার্যকলাপ দেখেছেন। এর যোগ্য জবাব দেবেন। অপরদিকে বিশালগড় মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব বলেন এই সরকারের বিগত সাড়ে চার বছরের কার্যকালে দুই বছর কেটে যায় করোনা মহামারীতে। এই করোনা মহামারীতে দেশের জনগণকে বাঁচাতে এই সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। কিন্তু বিশালগড় এলাকার বিধায়ক ভানু বাবুকে দেখা যায়নি। এই সময়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে। উনার কি বিধায়ক হিসেবে নিজ এলাকার মানুষের খোঁজ খবর নেওয়ার দরকার ছিল না। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ছিল বলে দেশ তথা আমাদের রাজ্য আজ সুরক্ষিত আছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ যোজনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জন্য ফ্রি চালের ব্যবস্থা করে দেন।

আগরতলায় কলেজটিলা লেইকে ভিড় করেছে পরিযায়ী পাখির দল। শনিবার তোলা ছবি নিজস্ব।

তেইশের নির্বাচনে দিব্যাঙ্গজন ও প্রবীণ ভোটারদের ভোটাধিকার নিশ্চিতে কমিশনের এলাহি আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে দিব্যাঙ্গজন ও প্রবীণ ভোটারদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে কমিশন। তাঁদের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য ত্রিপুরায় ৩৩২৮টি ভোটকেন্দ্রেই থাকবে র‍্যাম্প-র সুবিধা। এছাড়াও একাধিক সুবিধা থাকবে ভোটকেন্দ্রে। ভারতের নির্বাচন কমিশন ত্রিপুরা বিধানসভার আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে দিব্যাঙ্গজন ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দ্বারা গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা ও উদ্যোগের বিষয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশ জারি করেছে। কমিশন জানিয়েছে, সমস্ত যোগ্য দিব্যাঙ্গজন ভোটারদের তালিকাভুক্ত ও ম্যাপ করা হবে। বেঞ্চমার্ক দিব্যাঙ্গজন ভোটারদের চিহ্নিতকরণ শুরু হয়েছে। যে সমস্ত নতুন দিব্যাঙ্গজন ভোটাররা তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করেছেন শুধুমাত্র তাদের বাড়িতেই শুনানি সম্পন্ন হয়েছে। শুনানির সময় দিব্যাঙ্গজন ভোটারদের আসতে না হয়, তার জন্য ইআরও কার্যালয়ের আধিকারিকগণ শুনানি পরিচালনার জন্য তাদের বাড়ি পরিদর্শন করেছেন।

সমস্ত যোগ্য দিব্যাঙ্গজন এবং প্রবীণ নাগরিকদের আসা-যাওয়ার সুবিধা প্রদান করা হবে। এই সুবিধাগুলি পাওয়ার জন্য যোগ্য ভোটারদের ওয়েব পোর্টাল/পিডব্লিউডি অ্যাপ বা হেল্পলাইনে একটি নিবন্ধন সুবিধা প্রদান করা হবে।

নির্বাচন কমিশনের দাবি, দিব্যাঙ্গজন ও প্রবীণ ভোটারদের (৮০ বছরের বেশি) জন্য পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। ফর্ম ১২ডি-তে আবেদনপত্র নির্বাচন কাজে নিযুক্ত কর্মীরা তাদের বাড়ি থেকে সংগ্রহ করবে। এছাড়া, দিব্যাঙ্গজন এবং প্রবীণ নাগরিকদের (৮০ বছরে বেশি) সুবিধার জন্য সমস্ত ভোটকেন্দ্রে আরও কিছু সুবিধা প্রদান করা হবে। কমিশন জানিয়েছে, ত্রিপুরার ৩,৩২৮টি ভোটকেন্দ্র সমস্ত একতলায় চিহ্নিত করা হয়েছে। সকল ভোটকেন্দ্রে স্ট্যান্ডার্ড গ্রেডিয়েন্ট সহ র‍্যাম্প নিশ্চিত করা হবে। এ পর্যন্ত ৩, ৩২৮টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৩, ১২৪ ভোটকেন্দ্রে র‍্যাম্পের সুবিধা রয়েছে। বাকি ২০৪টি ভোটকেন্দ্রে র‍্যাম্প নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এরই সাথে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে দিব্যাঙ্গজন ভোটারদের জন্য পৃথক সারির ব্যবস্থা করা হবে।

নির্বাচন কমিশনের আরও দাবি, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে থাকবে হুইল চেয়ার। সমস্ত জেলা নির্বাচন আধিকারিক, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর এবং শিক্ষা দপ্তরকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। এদিকে, ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, ত্রিপুরা সমস্ত জেলার জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাপনামূলক পর্যবেক্ষক নিয়োগ করবেন। সমস্ত প্রয়োজনীয় সুবিধার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে তাঁরা প্রতিটি জেলার কমপক্ষে তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে নূন্যতম ১০টি ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করবেন। কমিশনের নির্দেশ, দিব্যাঙ্গজন ভোটারদের জন্য অ্যাপের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য SAKSHAM ECI অ্যাপের ব্যাপক প্রচার করা হবে। সিইও ওয়েবসাইট সহজে অ্যাক্সেসের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে হবে। কমিশন দ্বারা নির্দিষ্ট গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভোটগ্রহণ কর্মীদের সংবেদনশীল হতে হবে। ভোটগ্রহণে নিযুক্ত আধিকারিকরা দিব্যাঙ্গজন এবং প্রবীণ ভোটারদের সাথে সংবেদনশীলতার সাথে আচরণ করবেন। সাথে কমিশন দাবি করেছে, দিব্যাঙ্গজন ভোটারদের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করতে জেলা ও রাজ্যের বিশিষ্ট দিব্যাঙ্গজন ব্যক্তিরা এগিয়ে আসবেন। সিএসও এবং এনজিওগুলির সাথে বৈঠকের পরিকল্পনা করা হবে।

গাঁজা সহ আটক চার পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৪ ডিসেম্বর।। যাত্রী সেজে গাঁজা পাচার করতে গিয়ে গাঁজা সমেত পুলিশের জালে আটক বহিঃ রাজ্য বিহারের চার গাঁজা পাচারকারী। ধৃতরা যথাক্রমে রাজ কুমার রায়, রাজু রায়, মোহন রায় ও বুল্লু রায়। উভয়ের বাড়ি বিহারের বৈশালী জেলায়। ঘটনা ত্রিপুরার উত্তর জেলার বাগবাসা আউট পোস্ট সংলগ্ন আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে। জানা গেছে, শনিবার সকাল এগারোটা নাগাদ গোপন খবরের ভিত্তিতে বাগবাসা আউট পোস্টের পুলিশ সাদা পোশাকে আট নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে ওৎপেতে বসে থাকে। তখন পানিসাগর রেল স্টেশন থেকে একটি অটো করে বাগবাসার দিকে আসার পথে পুলিশ ঐ অটোতে তল্লাশি চালিয়ে গাঁজা সমেত বিহারের রাজ কুমার, রাজু, মোহন ও বুল্লু নামের চার গাঁজা পাচারকারীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এদিকে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ধর্মনগর মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাশীষ সাহা জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালালে উঠে আসে এই সাফল্য। ধৃতদের ব্যাগ সহ তাদের শরীরে তল্লাশি চালিয়ে ছোট ছোট প্যাকেটে মোট পনেরো কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়। উদ্ধারকৃত গাঁজার কালোবাজারি মূল আনুমানিক দেড় লক্ষ টাকা।

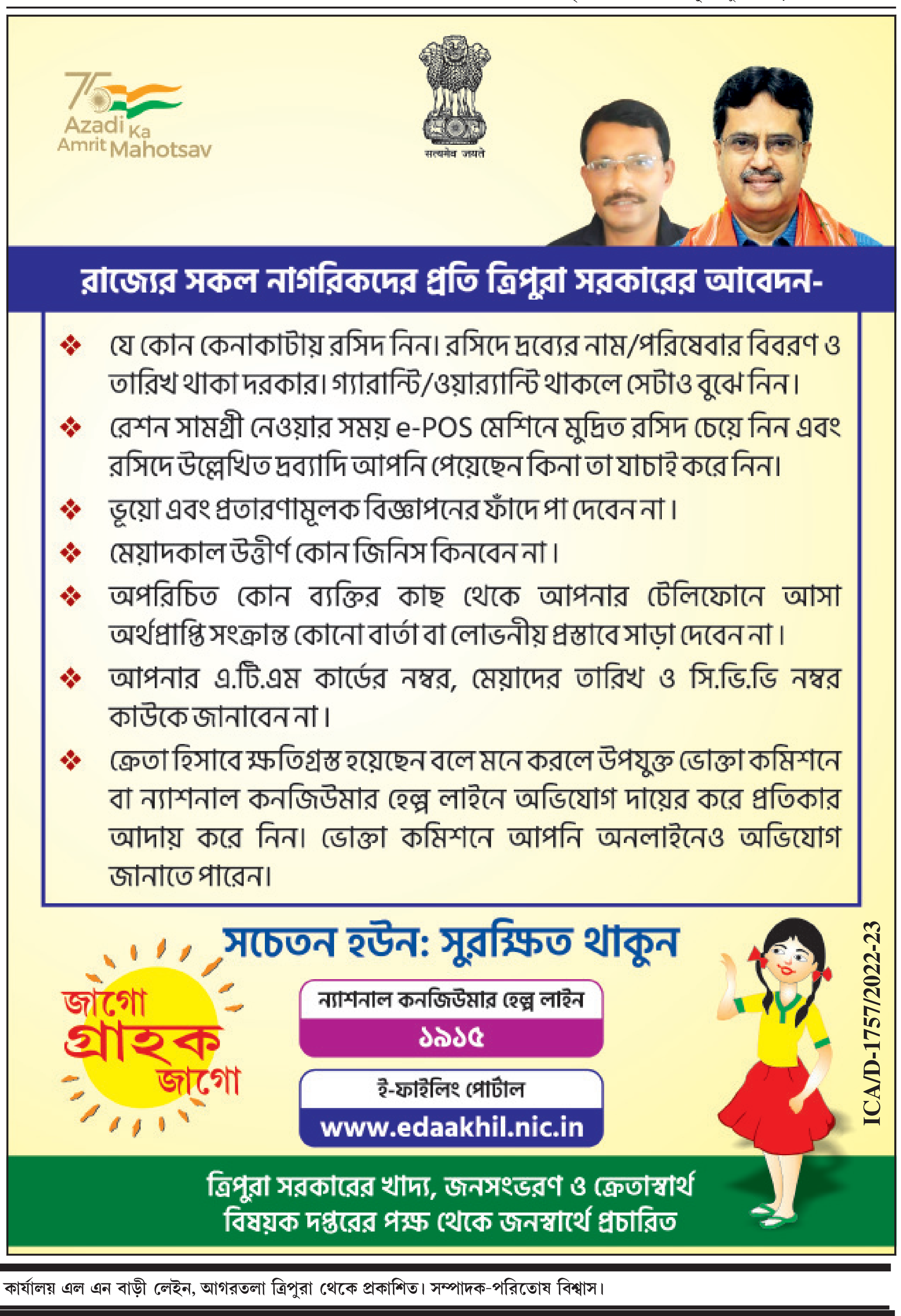

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।